পারসীক গল্প।

(প্রাচীন উর্দ্দু গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

সিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও

সাধারণ পাঠাগার হইতে

শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩০৪ সাল।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

Printed by Shashi Bhusan Chandra, At the

GREAT TOWN PRESS.

68, Nimtola Street, Calcutta.

প্রকাশকের মন্তব্য।

আজকাল লোকে গল্প পড়িতেই ভালবাসে। সেই ভাবিয়া আমরা এই পুস্তক প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছি। এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পগুলি আমোদ-প্রদ, অথচ নির্দ্দোষ, এবং স্থলবিশেষে বুদ্ধির উন্মেষক। ইহাতে সামাজিক চিত্র নাই এবং ঐতিহাসিক ঘটনারও সমাবেশ নাই, তবে ইহার নূতনত্ব (*Novelty*) আছে। হাস্য, কৌতুক, বিস্ময় রসে ইহা সদাই আর্দ্র। তাই আধুনিক বাঙ্গালীর ন্যায় কৌতুক-প্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ইহা বড়ই উপাদেয়। আরব্য ও পারস্য-ভাষায় এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য গল্প আছে। তাহাদের মধ্য হইতে এই যৎসামান্য কয়টী সংগ্রহ করিয়া সাধা-রণে প্রকাশ করিলাম। আশা করি, পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া বিলক্ষণ আমোদ পাইবেন। ইতি তারিখ ৫ই আষাঢ়, সন ১৩০৪ সাল।

সিক্‌দারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার। } শ্রীবাণীনাথ নন্দী, প্রকাশক।

সূচীপত্র।

বিষয়।				পৃষ্ঠাঙ্ক।
১।	বিচার সঙ্কট	...	...	৭
২।	সতীত্ব নাশের প্রমাণ	...	...	১১
৩।	প্রণয়ী-পরখ	...	...	১৫
৪।	জুয়াচোর অন্ধ	...	...	১৬
৫।	মৃত্যু-ভয়ে সত্য প্রকাশ	...	...	২৩
৬।	বৃক্ষের সাক্ষ্য	...	...	২৬
৭।	মৎস্যের ক্লীবত্ব	...	...	৩১
৮।	উজীরের কৈফিয়ৎ	...	...	৩৫
৯।	অনুমতি লইয়া চুরি	...	...	৩৭
১০।	লোভে লোকসান	...	...	৩৯
১১।	ক্ষুধার্ত্তের উপস্থিত বুদ্ধি	...	...	৪২
১২।	মাংস-কাটা মোকদ্দমা	...	...	৪৫
১৩।	লজ্জায় খুনী-পরীক্ষা	...	...	৪৬
১৪।	যমের ছাপে বিচার	...	...	৪৯
১৫।	অল্প-বুদ্ধির তালিকা	...	...	৫৪
১৬।	চতুরা প্রণয়িনী	...	...	৫৬
১৭।	রুটির ঋণ	...	...	৫৯
১৮।	পেট-বেদনায় চক্ষে ঔষধ	...	...	৬০
১৯।	কাজির কাজে রেহাই	...	...	৬২
২০।	ভিখারীর লক্ষ্য ভেদ	...	...	৬৪
২১।	লম্বা-দাড়ির মূর্খতা	...	...	৬৬
২২।	পাহারার উপর চুরি	...	...	৬৭
২৩।	অদ্ভুত স্মরণ চিহ্ন	...	...	৭০
২৪।	বন্ধুকে আহারীয় দান	...	...	৭১
২৫।	মিথ্যা-কথায় পুরস্কার	...	...	৭৪
২৬।	প্রশ্নের উত্তর—আঘাতে	...	—	৭৬

পারসীক গল্প।

বিচার-সঙ্কট।

কোন সহরে দুইটী স্ত্রীলোক আসিয়া অতি অল্প দিবস হইতে বাস করে। উহাদিগের একজনের নাম ফতেমা, অপরটীর নাম নছিবন। ফতেমা ও নছিবন উভয়েই উজীর নামক একজনের স্ত্রী। উজীর কার্য্যোপলক্ষে বহু দিবস পর্য্যন্ত দূর দেশে বাস করিতেন, তাঁহার পত্নীদ্বয় ফতেমা ও নছিবন সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিত। কর্ম্মস্থানেই উজীরের মৃত্যু হয়, মৃত্যুকালীন তিনি একটী মাত্র শিশু সন্তান রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর ফতেমা ও নছিবন বর্ত্তমান সহরে আসিয়া বাস করে। এই স্থানে আসিবার পরই উভয়ের মধ্যে উক্ত বালক লইয়া ভয়ানক কলহ উপস্থিত হয়। ফতেমা কহে যে, সে বালক তাহার সন্তান। নছিবন কহে যে, সে ফতেমার পুত্র নহে, তাহার পুত্র। প্রতিবেশীগণ প্রথমে এই বিবাদ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত বালকটী যে কাহার সন্তান, তাহার কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারায়, উক্ত

বিবাদের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহারা উভয়কেই কাজি সাহেবের নিকট গিয়া নালিশ করিতে পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শ অনুযায়ী উভয়েই কাজির নিকট গিয়া উক্ত বালকের নিমিত্ত আপনাপন অভিযোগ উপস্থিত করিল। কাজি সাহেব প্রথমে ফতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বালকটী কাহার গর্ভজাত? বল, মিথ্যা বলিও না। মিথ্যা বলিলে আমার নিকট হইতে তোমাকে কঠিন দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।"

ফতেমা। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি না, এ আমার পুত্র। নছিবন মিথ্যা করিয়া আমার পুত্রকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

কাজি। দেখ নছিবন! আমি তোমাকেও বলিতেছি, তুমি আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিও না। এ পুত্র কাহার গর্ভজাত, তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান কর।

নছিবন। দোহাই হুজুর! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এ পুত্র আমার।

কাজি। সাক্ষ্য সাবুদ দ্বারা তোমরা কে প্রমাণ করিতে পারিবে যে, এই পুত্র কাহার?

ফতেমা। এখানে আমরা সাক্ষী কোথায় পাইব?

নছিবন। পুত্র এ স্থানে জন্মায় নাই, বা আমাদিগের স্বামীও বর্ত্তমান নাই, এ রূপ অবস্থায় এ পুত্র যে আমার, কোন সাক্ষী দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

কাজি। যখন কোন রূপ প্রমাণের দ্বারা তোমাদিগের মধ্যে কেহই প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, এই পুত্র

কাহার, তখন আমি প্রকৃত বিচার করিয়া তোমাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেছি।

এই বলিয়া কাজি সাহেব তাঁহার জল্লাদকে সেই স্থানে ডাকাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র জল্লাদ যোড় হস্তে আসিয়া কাজি সাহেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। জল্লাদকে দেখিয়া কাজি সাহেব তাহাকে কহিলেন, "এই বালকটী লইয়া এই স্ত্রীলোক-দ্বয়ের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। উভয়েই এই পুত্রকে আপনাপন গর্ভজাত পুত্র বলিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সাক্ষ্যাদির দ্বারা কোন রূপে প্রমাণ করিতে পারিতেছে না যে, এই পুত্র কাহার গর্ভজাত। অথচ উভয়েই স্বীকার করিতেছে যে, এই পুত্র ইহাদিগের স্বামী উজীরের ঔরস-জাত। এরূপ অবস্থায় আমার বিচারে উজীরের উভয় পত্নীই তাঁহার একমাত্র পুত্রের সমান অংশীদার। তুমি এই পুত্রের দুই পা দুইদিকে ধরিয়া চিরিয়া সাবধানে ঠিক তুল্যাংশে উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত কর। এক এক অংশ উভয় অংশীদারের এক একজনকে প্রদান কর।"

"হুজুরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য," এই কথা বলিয়া জল্লাদ সেই পুত্রকে আপন স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া, বধ্যভূমি অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সেই সময় কাজি সাহেব পুনরায় ফতেমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কেমন ফতেমা! আমি এখন কেমন বিচার করিয়া দিলাম! এখন হইতে তোমাদিগের সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যাইবে।"

কাজি সাহেবের কথা শুনিয়া, ফতেমা কহিল "ধর্ম্মাবতারের বিচারে কথা কহিবার ক্ষমতা কাহার আছে? আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই আমাদিগের শিরোধার্য্য।"

সেই সময় নছিবন অশ্রুপূর্ণলোচনে করযোড়ে দণ্ডায়মানা হইয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আমার একটী কথা বলিবার আছে। আপনি আপনার জল্লাদকে ওই পুত্র-হত্যা করিতে নিষেধ করুন। আমি বুঝিতে না পারিয়া আপনার কাছে মিথ্যা কথা কহিয়াছি। এ পুত্র আমার নহে, উহা ফতেমার। অতএব, পুত্রের প্রাণবধ না করিয়া আপনি ফতেমাকে ঐ পুত্র প্রদান করুন।"

নছিবনের এই কথা শুনিয়া, কাজি সাহেব তখন বুঝিতে পারিলেন, এ পুত্র কাহার গর্ভজাত, ও এই পুত্রশোকে কাহার হৃদয় দগ্ধ করিবে। তিনি তৎক্ষণাৎ জল্লাদের নিকট হইতে উক্ত পুত্রটীকে আনাইয়া নছিবনের হস্তে প্রদান করিলেন ও কহিলেন, "আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, ফতেমা মিথ্যা কথা কহিতেছে। এ পুত্র তাহার নহে, তোমার। তুমি তোমার শিশু সন্তানকে লইয়া প্রস্থান করিতে পার। আর আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিবার নিমিত্ত ফতেমা কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত কারাবদ্ধা থাকিবে। কিন্তু এখনও যদি সে আমার নিকট সত্য কথা কহে, তাহা হইলে আমি তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিব; নচেৎ কিয়দ্দিবসের জন্য জেলের মধ্যে তাহার স্থান করিয়া দিব।"

কাজি সাহেবের এই কথা শুনিবামাত্র ফতেমা কাঁদিয়া ফেলিল, ও কহিল "দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমাকে আর দণ্ড

প্রদান করিবেন না, এ পুত্র আমার নহে, এ নছিবনের গর্ভে জন্মাইয়াছে। কিন্তু আমি মিথ্যা করিয়া যাহাতে পুত্রটী লইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতেছিলাম! ধর্ম্মাবতার! এখন জানিতে পারিলাম, আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই। আপনি প্রকৃত বিচারই করিয়াছেন।"

ফতেমার এই কথা শুনিয়া, কাজি সাহেব তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। উভয়েই হৃষ্টমনে আপনাপন স্থানে প্রস্থান করিল।

সতীত্ব নাশের প্রমাণ।

একটী দরিদ্র স্ত্রীলোকের অনেক দিবস হইতে একটী পুরুষের সহিত মনোবিবাদ ছিল। সে সেই পুরুষকে জব্দ করিবার নিমিত্ত অনেক সময় অনেক রূপ চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কখনও কোন রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

কোন দুষ্ট লোকের পরামর্শ-মত এক দিবস সেই স্ত্রীলোকটী কাজি সাহেবের নিকট গমন করিয়া সেই পুরুষের নামে এইরূপ ভাবে এক নালিশ করিল যে, এক দিবস সন্ধ্যার সময় যখন সে একাকী রাস্তা দিয়া গমন করিতে-ছিল, সেই সময় সেই পুরুষটী কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া রাস্তার মধ্যে তাহাকে ধরিয়াছে ও জোর করিয়া তাহার ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছে।

স্ত্রীলোকের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র কাজি সাহেব লোক পাঠাইয়া তখনই সেই পুরুষটীকে ধরিয়া আনিলেন। ভীতান্তঃকরণে কাঁপিতে কাঁপিতে সে আসিয়া কাজি সাহেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

কাজি। তুমি জোর করিয়া এই স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছ কেন?

পুরুষ। দোহাই ধর্ম্মাবতার! এরূপ কর্ম্ম আমি কখনই করি নাই। আমার সহিত পূর্ব্ব হইতে ইহার মনোবিবাদ আছে,' তাই এ মিথ্যা করিয়া এই নালিশ করিয়াছে।

কাজি। স্ত্রীলোক কখন মিথ্যা কথা কহে না, তুমিই মিথ্যা কথা কহিতেছ। আমার বিশ্বাস যে, তুমি উহার ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছ। আমি তোমাকে দশ টাকা জরিমানা করিলাম, সেই টাকা এই স্ত্রীলোকটী পাইবে।

কাজি সাহেবের আদেশ শুনিয়া, সে আর কোন কথা কহিতে পারিল না। সেও নিতান্ত দরিদ্র ছিল, তথাপি বহুকষ্টে দশ টাকা সংগ্রহ করিয়া কাজি সাহেবের হস্তে প্রদান করিল। কাজি সাহেব সেই টাকা দশটী সেই স্ত্রীলোকটীর হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "যাও, এই টাকা লইয়া তুমি আপন গৃহে প্রস্থান কর।"

টাকা কয়েকটী হস্তে লইয়া স্ত্রীলোকটী বিশেষ রূপ আনন্দিত হইল, ও কাজি সাহেবকে সেলাম করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

সেই স্ত্রীলোকটী কিয়দ্দূর চলিয়া গেলে পর, সেই পুরুষকে কাজি সাহেব পুনরায় ডাকাইলেন ও কহিলেন, "হে

অপরাধে আমি তোমার অর্থদণ্ড করিয়াছি, এখন বোধ হইতেছে, সে দোষে তুমি দোষী নহ। তুমি ওই স্ত্রী-লোকের নিকট হইতে তোমার টাকা ফিরাইয়া লও।"

পুরুষ। ধর্ম্মাবতার! আমি কিরূপে টাকা ফিরাইয়া লইব? ও যদি সহজে না দেয়, তাহা হইলে আমি কি করিব?

কাজি। ও যদি সহজে সেই টাকা তোমাকে প্রদান না করে, তাহা হইলে উহার নিকট হইতে জোর করিয়া তুমি সেই টাকা কাড়িয়া লইবে ও পরিশেষে উহাকে ধরিয়া আমার নিকট আনয়ন করিবে।

কাজি সাহেবের আদেশ পাইবামাত্র সে দ্রুতবেগে সেই স্ত্রীলোকের উদ্দেশে চলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া পুনরায় কাজি সাহেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন সেই পুরুষটীকে দেখিয়া কাজি সাহেব কহিলেন, "কেমন তুমি তোমার টাকা পাইয়াছ?"

পুরুষ। না।

কাজি। কেন?

পুরুষ। দিতেছে না।

কাজি। না দিলে জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে আমি আদেশ দিয়াছি।

পুরুষ। স্ত্রীলোকের হস্ত হইতে জোর করিয়া আমি কিরূপে টাকা কাড়িয়া লইতে পারি?

কাজি। কাড়িয়া লইতে পার নাই, কিন্তু কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলে?

পুরুষ। চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কাড়িয়া লইতে সমর্থ হই নাই।

কাজি। (সেই স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন তোমার হস্ত হইতে টাকা কয়েকটী কাড়িয়া লইতে এই ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াছিল?

স্ত্রী। হাঁ করিয়াছিল।

কাজি। চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু লইতে পারে নাই?

স্ত্রী। আপনি আমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা সহজে আমি ছাড়িব কেন? এই নিমিত্ত আমি আপনার নিকট পুনরায় আসিয়াছি।

কাজি। আমার প্রদত্ত পদার্থ যখন তুমি উহাকে সহজে প্রদান করিতে চাহ না, তখন ঈশ্বর-প্রদত্ত অমূল্য দ্রব্য তুমি অনায়াসেই যে উহাকে প্রদান করিয়াছ, তাহা আমার বোধ হয় না। যে ব্যক্তি আমার আদেশ পাইয়াও, তোমার নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা কয়েকটী কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইল না, সেই ব্যক্তি সহজেই তোমার নিকট হইতে তোমার সতীত্ব যে অনায়াসেই কাড়িয়া লইতে পারিবে, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তুমি আমার নিকট মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করিয়াছ। আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, এরূপ মিথ্যা নালিশ পুনরায় আর যেন শুনিতে না পাই।

এই বলিয়া কাজি সাহেব টাকা কয়টী সেই স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ফিরাইয়া লইয়া সেই পুরুষের হস্তে প্রদান করিলেন। উভয়েই সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার কিছু দিবস পরেই সেই স্ত্রীলোকটী তাহার কোন বিশ্বস্ত লোকের নিকট গল্প করিয়াছিল যে, মিথ্যা নালিশ করিয়া কোন রূপে কাজি সাহেবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। সে যে মিথ্যা নালিশ করিয়াছিল, কাজি সাহেব তাহা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর সেই স্ত্রীলোকটী কাজি সাহেবের নিকট গমন করিয়া আর কখনও নালিশ করে নাই।

প্রণয়ী-পরখ।

এক বাড়ীতে অনেকগুলি পুরুষ বাস করিত। সেই বাড়ীতে আর এক ব্যক্তি তাহার নিকাইতা স্ত্রীকে লইয়া থাকিতেন। অনেক কারণে সেই স্ত্রীর উপর তাহার স্বামীর সন্দেহ হয়। এমন কি সে জানিতেও পারে যে, সেই বাড়ীর কোন পুরুষের সহিত সে অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছে।

স্বামী তাহার স্ত্রীর চরিত্রের বিষয় উত্তমরূপে জানিতে পারিলেন বটে; কিন্তু দুষ্কর্ম্মকালীন কোন প্রকারেই তাহাকে ধরিতে পারিলেন না, বা কোন্ ব্যক্তির সহিত যে অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছে, তাহার নাম পর্য্যন্তও জানিতে পারিলেন না।

এইরূপ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি কাজি সাহেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণ লইলেন। কাজি সাহেব তাঁহার প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত হইয়া আপনার অন্তঃপুরের ভিতর

গমন করিলেন, ও অতি উৎকৃষ্ট এক শিশি আতর আনিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। কহিলেন, "এই আতরের শিশি লইয়া গিয়া তুমি তোমার স্ত্রীর হস্তে অর্পণ কর ও তাহাকে বলিয়া দেও যে, ইহা অতিশয় উৎকৃষ্ট দ্রব্য ; ইহা যেন সে কোনরূপে অপর কাহাকেও প্রদান না করে।"

কাজি সাহেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, তিনি সেই আতরের শিশি লইয়া গিয়া আপনার স্ত্রীর হস্তে প্রদান করিলেন, ও তাহাকে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া দিলেন, যে, ইহা যেন সে অপর কাহাকেও প্রদান না করে।

কাজি সাহেব স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল। প্রণয়িনী সেই উৎকৃষ্ট আতরের কিয়দংশ তাহার প্রণয়ীর বস্ত্রে লাগাইয়া না দিয়া থাকিতে পারিল না। সুতরাং কাজি সাহেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, —উত্তম আতরের গন্ধে প্রণয়ী অনায়াসেই ধৃত হইল।

জুয়াচোর জব্দ।

কোন রাজধানীতে একজন হাকিম বাস করিতেন। চিকিৎসাই তাঁহার ব্যবসা ছিল। রাজচিকিৎসক ব্যতীত গ্রামের ভিতর অপর কোন চিকিৎসক না থাকায়, সেই স্থানের সকলেই তাঁহাকে বিশেষরূপ খাতির করিতেন ও তাঁহার কথায় সকলেই বিশ্বাস করিতেন।

রাজধানীর দূরবর্ত্তী কোন একটী ক্ষুদ্রপল্লীতে জনৈক মৌলবি বাস করিতেন। আরবীয় ভাষায় তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল; কিন্তু সংসারে তাঁহার দারা পুত্র প্রভৃতি কেহই না থাকায়, তীর্থ পর্য্যটন করিয়া, জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার বাড়ী ঘর ও অপরাপর যে সকল দ্রব্যাদি ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া যে কিছু অর্থের সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহা হইতে সহস্রমুদ্রা পূর্ব্ব-কথিত হাকিম সাহেবের নিকট জমা রাখিয়া, অবশিষ্ট অর্থ সঙ্গে লইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে, পুনরায় অর্থের প্রয়োজন হইলে, হাকিম সাহেবের নিকট হইতে তাঁহার অর্থ গ্রহণ করিবেন ও পুনরায় তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিবেন। হাকিম সাহেবও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে সহস্রমুদ্রা গ্রহণ করিলেন, ও বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাকে দুই এক দিবস আপনার বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন।

মৌলবি সাহেব হাকিম সাহেবের ব্যবহারে বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইলেন ও দুই এক দিবস পরেই হাকিম সাহেবের বাড়ী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া গেলেন।

কয়েক বৎসর তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া, মৌলবি সাহেব পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং যে হাকিম সাহেবের নিকট আপনার সঞ্চিত অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। হাকিম সাহেব এবার মৌলবি সাহেবকে দেখিয়া আর

চিনিতে পারিলেন না। তিনি যে প্রকৃতই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, তাহা নহে। পাছে তাঁহার গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে হয়, এই ভয়ে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না।

মৌলবি সাহেব অনন্তোপায় হইয়া তখন হাকিম সাহেবের নিকট হইতে আপনার বহুদিবসের গচ্ছিত অর্থের পুনঃ প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হাকিম সাহেব তাঁহার কথা শুনিয়া যেন একবারে স্তম্ভিত হইলেন ও কহিলেন, "তুমি কে, তাহাই আমি জানি না। তুমি আমার নিকট এত অর্থ গচ্ছিত করিয়া রাখিবে কেন? তোমার ভ্রম হইয়াছে, অপর আর কাহার নিকট অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া থাকিবে, আমার নিকট রাখ নাই। যাঁহার নিকট রাখিয়াছ, তাঁহার নিকট গমন করিলেই, তিনি তোমার অর্থ প্রদান করিবেন।"

উত্তরে মৌলবী সাহেব কহিলেন, "না মহাশয়! আমার ভ্রম হইবে কেন, আমি আপনার নিকট আমার অর্থ রাখিয়া গিয়াছি, ও এখন উহা আবশ্যক হওয়াতেই আমি আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

মৌলবি সাহেবের এই কথা শুনিয়া হাকিম সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "ইহার কথা শুনিয়া এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় নিশ্চয় এ পাগল হইয়া গিয়াছে।"

যে সকল ব্যক্তি সেই সময় হাকিম সাহেবের নিকট বসিয়াছিলেন, তাহাদিগের সকলেই হাকিম সাহেবের পক্ষ-

সমর্থন করিলেন ও কহিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই পাগল। নতুবা হাকিম সাহেবের নিকট সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছ, এ কথা বলিবে কেন? যদি অপর কাহারও নাম করিতে, তাহা হইলে তোমার কথা কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বাস করিলেও করিতে পারিতাম; কিন্তু হাকিম সাহেবের নাম করাতে তোমার কথায় আমাদিগের সম্পূর্ণরূপ অবিশ্বাস হইতেছে। কারণ হাকিম সাহেবের তুল্য বিশ্বাসী ও সত্যবাদী ব্যক্তি এই রাজধানীর ভিতর আর কেহ আছে কি না সন্দেহ।" তাঁহারা আরও কহিলেন "এরূপ ভাল হাকিম সাহেবের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিলে, রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে।"

মৌলবি সাহেব অনন্যোপায় হইয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ও সুযোগ মতে এক দিবস রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়া নিজের সমস্ত অবস্থা রাজ-সকাশে বিবৃত করিলেন। মৌলবি সাহেবের কথায় রাজা বিশ্বাস করিলেন, ও কহিলেন "আপনি হাকিম সাহেবের নিকট অর্থ যে গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আমি কিছুমাত্র সন্দেহ করি না; কিন্তু আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে কোন প্রকারে এমন প্রমাণ করিবার উপায় নাই যে, আপনাদের কথা প্রকৃত। এরূপ অবস্থায় আমার দ্বারা আপনি কোন রূপেই সুবিচারের প্রত্যাশা করিতে পারেন না।"

মৌলবি সাহেবের হৃদয়ে যে একটু সামান্য আশা ছিল, রাজার কথা শুনিয়া তাঁহার সে আশাও দূরে

পলায়ন করিল। তিনি আর কোন রূপে স্থির থাকিতে পারিলেন না, বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া ফেলিলেন।

তাঁহার অবস্থা দৃষ্টি করিয়া রাজার মনে একটু দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি কহিলেন, "প্রমাণ প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া আমি তোমার কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিব না; তবে তোমার নিমিত্ত আমি নিজে একটু চেষ্টা করিয়া দেখিব, হয় ত তাহাতে তোমার কোনরূপ উপকার হইলেও হইতে পারিবে। তুমি হাকিম সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া ক্রমাগত তিন দিবস কাল বসিয়া থাক। চতুর্থ দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি সেই স্থান দিয়া গমন করিব, ও তোমাকে দেখিলেই আমি অগ্রে তোমাকে সেলাম করিব। তুমি আমার সেলাম ফিরাইয়া দিবে মাত্র; কিন্তু আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর ভিন্ন অপর কোন কথা কহিবে না। আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে, তুমি হাকিম সাহেবের নিকট গমন করিয়া তোমার গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় তাহাকে বলিবে। পরে তোমার কথার উত্তরে তিনি যাহা কহেন, তাহা আমার নিকট আসিয়া বলিবে।"

রাজার কথায় মৌলবি সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ হাকিম সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন, ও ক্রমাগত তিন দিবস কাল তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে উপবেশন করিয়া রহিলেন। কিন্তু হাকিম সাহেবকে কোন কথা বলিলেন না। হাকিম সাহেবও তাঁহাকে বার বার দেখিতে

লাগিলেন, কিন্তু তিনিও তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

চতুর্থ দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রাজা রীতমত সাজ-সজ্জা ও লোক জন সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে রাজধানী পরিভ্রমণ করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। ক্রমে তিনি হাকিম সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে আসিবামাত্র পূর্ব্ব-কথিত মৌলবির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তিনি আপন অশ্ব-বল্গা সংযত করিয়া, সেই মৌলবি সাহেবকে বিশেষরূপ নত ভাবে এক সেলাম করিলেন ও কহিলেন "আপনি কত দিবস এই সহরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও কোথায় বা অবস্থিতি করিতেছেন? এ পর্য্যন্ত আমার নিকট গমন করেন নাই কেন? আপনার অবস্থা দেখিয়া অনুমান হইতেছে যে. আপনি সবিশেষ কষ্টে আছেন। আপনি অদ্যই আমার নিকট গমন করিবেন, ও যে কয়দিবস এই স্থানে থাকিতে ইচ্ছা করেন, সেই কয়দিবস আমার বাড়ীতেই অবস্থান করিবেন।" মৌলবি সাহেব রাজার সেলাম প্রত্যর্পণ করিয়া কেবল এই মাত্র কহিলেন, "সময় মত আমি গিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

এই কথা শুনিয়া রাজা তাহাকে পুনরায় সেলাম করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজাকে সেলাম করিতে দেখিয়া তাঁহার পারিষদ সমস্তই একে একে তাঁহাকে সেলাম করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল।

হাকিম সাহেব এই সকল অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মনে মনে অতিশয় ভীত হইলেন। ভাবিলেন—যাঁহাকে রাজা স্বয়ং এইরূপ ভাবে মান্য করেন, তিনি নিশ্চয়ই কখন সামান্য ব্যক্তি নহেন। এরূপ অবস্থায় এই ব্যক্তি রাজার নিকট গমন করিয়া যদি সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইবে। হয় ত আমাকে কারারুদ্ধ হইতে হইবে, না হয়, এই রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আমাকে প্রস্থান করিতে হইবে।

হাকিম সাহেব, যখন দেখিলেন যে, দলবলের সহিত রাজা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, তখন তিনি মৌলবি সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, ও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সেই দিবস আপনি বলিতে-ছিলেন যে, আমার নিকট আপনি সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমার নিকট অনেকেই টাকা জমা রাখিয়া থাকেন, সুতরাং আপনি কোন্ সময়ে যে টাকা জমা রাখিয়াছেন, তাহা আমি ঠিক মনে করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কোন্ সময়ে ও কি অবস্থায় আপনি আমার নিকট টাকা রাখিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিন দেখি। তাহা হইলে সমস্ত কথা আমার মনে হইতে পারে।"

হাকিম সাহেবের কথা শুনিয়া মৌলবি সাহেব এখন যাহা কহিলেন, তাহাতে হাকিম সাহেব একটু চিন্তা করিয়াই কহিলেন, "হাঁ! এখন আমার মনে পড়িতেছে যে, আপনি প্রকৃতই আমার নিকট সহস্র মুদ্রা রাখিয়া

গিয়াছিলেন। অনেক দিবসের কথা বলিয়া আমি সহজে মনে করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। এখন আপনি আমার বাড়ীতে আসুন; আমি আপনার সমস্ত অর্থ এখনই প্রদান করিতেছি।” এই বলিয়া হাকিম সাহেব বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাকে আপন বাড়ীতে লইয়া গেলেন, ও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার গচ্ছিত সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। মৌলবি সাহেব সহস্র মুদ্রা সহ তখনই গিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহার নিকট বর্ণন করিয়া, তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

মৃত্যু ভয়ে সত্য-প্রকাশ।

কোন নগরে একজন মধ্যমাবস্থাপন্ন বণিক বাস করিতেন। তাঁহার একটী ক্রীতদাস ছিল। সেই ক্রীতদাস যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থায় ছিল, তখন তিনি তাহাকে ক্রয় করেন, এবং লালনপালন করিয়া তাহাকে বড় করিয়া তোলেন। যে সময় ক্রীতদাস উপায়-ক্ষম হইয়া উঠিল, সেই সময় হঠাৎ একদিবস সে নিরুদ্দেশ হইল। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও বণিক তাহার কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্রমে দুই এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।

এক সময় বাণিজ্য উপলক্ষে বণিক আপন নগর পরিত্যাগ করিয়া কোন একটী প্রসিদ্ধ নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানের রাজবর্ত্মের উপর হঠাৎ একদিবস তিনি তাঁহার পলাতক ক্রীতদাসকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "নিমকহারাম! শৈশব হইতে তোকে লালনপালন করিয়া এত বড় করিয়াছি, আর যেমন তুই কার্য্যের উপযুক্ত হইয়া উঠিলি, অমনি আমায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলি। তোকে ক্রয় করিতে ও তোকে লালন পালন করিতে আমার বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যখন তোকে আজ দেখিতে পাইয়াছি, তখন কোন কথাই আজ আমি শুনিব না; তোকে সঙ্গে করিয়া আমি আপন দেশে লইয়া যাইব। আমার সহিত গমন করিতে যদি তুই অসম্মত হ'স্, তাহা হইলে কাজির নিকট তোকে লইয়া গিয়া, যাহাতে তুই উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হ'স্, তাহার চেষ্টা করিব।"

বণিকের কথা শুনিয়া তাহার ক্রীতদাস নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইল, এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তুই কোথাকার মিথ্যুক? আমি তোর ক্রীতদাস, না তুই আমার ক্রীতদাস? তুই আমার ক্রীতদাস হইয়া আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিস্,—কেবল পলায়ন নহে, তোর পরিধানে যে কাপড় রহিয়াছে, উহা কাহার? তুই আমার ঐ সকল বস্ত্র অপহরণ করিয়া পরিধান করিয়াছিস্, আমি কোনরূপেই তোকে ছাড়িব না, এই কাপড়ের সহিত ধৃত করিয়া এখনই তোকে কাজি সাহেবের নিকট লইয়া যাইব।"

এই বলিয়া ক্রীতদাস সেই বণিকের কাপড় ধরিয়া সেই রাস্তার উপর ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে রাস্তায় লোক জমিয়া গেল। ক্রমে জনৈক প্রহরী আসিয়া উভয়কেই ধৃত করিয়া কাজি সাহেবের সন্নিকটে লইয়া উপস্থিত হইল।

কাজি সাহেব উহাদিগের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদিগের মধ্যে মনিব কে, এবং ক্রীতদাসই বা কে?" উত্তরে উভয়েই কহিল "আমি মনিব।" কোন্ ব্যক্তি যে ক্রীতদাস, তাহা কেহই স্বীকার করিল না, অথচ প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিল না যে, উহাদিগের মধ্যে প্রকৃত মনিব কে?

এই ব্যাপার দেখিয়া কাজি সাহেব বিষম বিপদে পড়িলেন, এবং প্রকৃত কথা জানিবার আশায় একটু চিন্তা করিয়া, তিনি উভয়কেই একটী গৃহের ভিতর রাখিয়া দিয়া, তাঁহার জল্লাদকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শাণিত তরবারির সহিত জল্লাদ সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহাকে কহিলেন, "এই প্রকোষ্ঠ মধ্যে যে দুই ব্যক্তি রহিয়াছে, উহাদিগের প্রত্যেকের মস্তক এক সময়ে এই বাতায়ন-পথে বাহির করিতে বল। উভয়েই যখন উহাদিগের মস্তক বাহির করিবে, তখন তুমি তোমার শাণিত তরবারি দ্বারা, যে ব্যক্তি ক্রীতদাস, তাহার মস্তক কাটিয়া আমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত কর।"

জল্লাদ, কাজি সাহেবের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত, উভয়ের মস্তক সেই গবাক্ষ পথে বাহির করিয়া দিয়া,

কাজি সাহেবের আদেশ তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিল। পরে আপনার তরবারি লইয়া যেমন তাহাদিগের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে উত্তোলন করিল, অমনি সেই প্রকৃত ক্রীতদাস তাহার মস্তক গৃহের ভিতর টানিয়া লইল; কিন্তু বণিক পূর্ব্ববৎ আপন মস্তক স্থিরভাবে সেই স্থানেই রাখিয়া দিলেন।

এই অবস্থা দেখিয়া কাজি সাহেব স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন,—প্রকৃত ক্রীতদাসই বা কে, আর তাহার মনিবই বা কে। তখন তিনি সেই ক্রীতদাসকে উপযুক্তরূপ দণ্ড প্রদান করিয়া উহাকে বণিকের হস্তে অর্পণ করিলেন। বণিক তাহাকে লইয়া আপন দেশে প্রস্থান করিলেন।

বৃক্ষের সাক্ষ্য।

একজন যুবক তাঁহার গ্রামের জনৈক বৃদ্ধের নিকট একশত খানি মোহর জমা রাখিয়া দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া যান। কিছু দিবস পরে দেশ পর্য্যটন করিয়া যখন যুবক প্রত্যাগমন করিলেন, সেই সময় তিনি বৃদ্ধের নিকট গমন করিয়া তাঁহার গচ্ছিত অর্থের পুনঃ-প্রাপ্তির প্রার্থনা করেন। যুবকের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কহিল, "সে কি মহাশয়! আপনি আমার নিকট কবে মোহর জমা করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন? আর মোহরই বা আপনি কোথায় পাইবেন? আপনি সবিশেষ সাবধানের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন। আমি

আপনার গচ্ছিত টাকা প্রদান করিতেছি না, এরূপ মিথ্যা কথা রটনা করিয়া আমার নামে জনসমাজে বদ্‌নাম করিবেন না।"

বৃদ্ধের কথায় যুবক একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, ও তাহার ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে তাহাকে সহস্র গালি প্রদান করিতে করিতে কাজির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজি সাহেব যুবকের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। আরও জানিতে পারিলেন,—তিনি যে বৃদ্ধের নিকট মোহর গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কোনরূপ প্রমাণ করিবার ক্ষমতা সেই যুবকের নাই। তথাপি তিনি বৃদ্ধকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং যুবকের সম্মুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই ব্যক্তির গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতেছ না কেন?"

উত্তরে বৃদ্ধ কহিল, "দোহাই হুজুর! এ ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিতেছে। কখনও এ আমার নিকট একটীমাত্র পয়সাও জমা রাখে নাই।"

কাজি। (যুবক-প্রতি) তুমি যে বৃদ্ধের নিকট টাকা জমা রাখিয়াছিলে বলিতেছ, তাহার প্রমাণ কি? জমা রাখিবার সময় সেই স্থানে কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল?

যুবক। এই বৃদ্ধই আমার প্রমাণ। বৃদ্ধই শপথ করিয়া বলুন যে, আমি উহার নিকট অর্থ গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছি, কি না। এই বৃদ্ধ ব্যতীত আমার আর কোন প্রমাণ নাই। যে সময় আমি ইহাকে অর্থ প্রদান করি, সেই সময় সেই স্থানে অপর কোন লোক উপস্থিত ছিল না।

কাজি। কোন্ স্থানে বসিয়া তুমি ইহাকে অর্থ প্রদান করিয়াছিলে?

যুবক। একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া আমি উহাকে অর্থ প্রদান করিয়াছিলাম।

কাজি। তোমার মত মুর্খ লোক ত আমি জগতে দেখি নাই! এতদূর প্রমাণ থাকিতে তুমি কিরূপে কহিলে যে, যে সময় তুমি বৃদ্ধের হস্তে অর্থ প্রদান করিয়াছিলে, সেই সময় কেহ দেখে নাই? অত বড় একটা অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বসিয়া যখন সেই অর্থ প্রদান করা হয়, তখন সেই বৃক্ষ নিশ্চয়ই উহা দেখিয়াছে। তুমি এখনই তাহার নিকট গমন কর, এবং তাহাকে কহ যে, এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আমি তাহাকে ডাকিতেছি।

যুবক। বৃক্ষের একস্থান হইতে অপর স্থানে যাইবার ত ক্ষমতা নাই, বা সে কথা কহিতেও পারে না। এরূপ অবস্থায় সেই বৃক্ষ কিরূপেই বা এই স্থানে আসিবে ও কিরূপেই বা সে সাক্ষ্য দিতে সমর্থ হইবে?

কাজি। রাজাজ্ঞা সে শুনিতে বাধ্য। আমার কথা বলিলে সে নিশ্চয়ই আমার নিকট আগমন করিবে, এবং যাহা অবগত আছে, তাহা আমার নিকট বলিয়া পুনরায় আপন স্থানে প্রস্থান করিবে। তুমি এক কর্ম্ম কর। আমি ডাকিতেছি—তোমার এই কথায় বৃক্ষ যদি বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে সে না আসিলেও আসিতে পারে। তুমি আমার এই নামাঙ্কিত মোহর লইয়া যাও, এবং ইহা তাহাকে দেখাইয়া আমার আজ্ঞা তাহার নিকট প্রকাশ

কর। তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আমার নিকট আগমন করিবে।

এই বলিয়া কাজি সাহেব তাঁহার নামাঙ্কিত মোহর সেই যুবকের হস্তে প্রদান করিলেন। যুবকও কাজির কথায় আর কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে সাহসী না হইয়া, কাজির বুদ্ধিকে গালি প্রদান করিতে করিতে সেই নামাঙ্কিত মোহর হস্তে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন।

কাজি অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। বৃদ্ধ সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কাজি সাহেব সেই বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "এতক্ষণ যুবক সেই গাছের নিকট উপস্থিত হইতে পারিয়াছে কি?" উত্তরে বৃদ্ধ কহিল, "না মহাশয়! এখন পর্য্যন্ত সে সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইতে পারে নাই।" এই কথা শুনিয়া কাজি সাহেব পুনরায় আপন কার্য্যে মনোযোগ দিলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে যুবক নিতান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে প্রত্যাগমন করিয়া কাজির নামাঙ্কিত মোহর তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত করিয়া কহিল, "আমি সেই বৃক্ষকে আপনার এই মোহর দেখাইয়া আপনার আদেশ তাহাকে বার বার জ্ঞাপন করিলাম; কিন্তু কিছুতেই সে আমার কথা শুনিল না, বা কোনরূপ উত্তরও প্রদান করিল না। এ পর্য্যন্ত আমি আর কখনও শুনি নাই যে, বৃক্ষ কথা কহিতে পারে, বা স্থানান্তরে গমন করিতে পারে।"

কাজি। কে তোমাকে কহিল যে, বৃক্ষ আমার আদেশ প্রতিপালন করে নাই। আমার নিকট আসিয়া সাক্ষ্য

প্রদান করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। সে আমাকে বলিয়া গিয়াছে, তোমার কথা প্রকৃত; তুমি বৃদ্ধের নিকট প্রকৃতই অর্থ গচ্ছিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছ।

বৃদ্ধ। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত এই স্থানেই বসিয়া আছি। বৃক্ষ এই স্থানে ত আইসে নাই, বা কোনরূপ সাক্ষ্যও প্রদান করে নাই। যদি বৃক্ষ এই স্থানে আগমন করিত, তাহা হইলে আমি অত বড় বৃক্ষটাকে আর দেখিতে পাইতাম না?

কাজি। বৃদ্ধ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা প্রকৃত। বৃক্ষ এই স্থানে আগমন করে নাই। কিন্তু তুমি মনে করিয়া দেখ দেখি, ইতিপূর্ব্বে যখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "এতক্ষণ যুবক সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইতে পারিয়াছে কি?" তখন তুমি অবলীলাক্রমে উত্তর করিয়াছিলে, বা প্রকৃত কথা হঠাৎ তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল যে, "না মহাশয়! এখন পর্য্যন্ত সে সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইতে পারে নাই।" তোমার কথাতেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যে বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া অর্থ দেওয়া হইয়াছিল, সেই বৃক্ষ কোথায়, তাহা তুমি বেশ অবগত আছ। আর যখন তাহা জান, তখন এ অর্থও যে তুমি গ্রহণ করিয়াছ, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই বৃক্ষ কোথায়, তাহা যদি তুমি না জানিতে, বা সেই অর্থ যদি তুমি গ্রহণ না করিতে, তাহা হইলে আমার কথার উত্তরে তুমি নিশ্চয় বলিতে যে, কোন্ বৃক্ষ, তাহা আমি বলিতে পারি না। এখন আমার বেশ প্রতীতি হইতেছে

যে, এই যুবক যাহা বলিতেছে, তাহা প্রকৃত; এবং তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা সম্পূর্ণরূপ মিথ্যা। গচ্ছিত অর্থ তুমি এখনই এই যুবককে প্রদান কর।

কাজি সাহেবের বিচার-অনুযায়ী বৃদ্ধ একশত মোহর সেই যুবকের হস্তে প্রদান করিয়া অব্যাহতি পাইল। পরিশেষে সকলের নিকট মুক্তকণ্ঠে তাহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, সে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া প্রথমে মিথ্যা কথা কহিয়াছিল; কিন্তু পরে যখন দেখিল যে, কাজি সাহেব প্রকৃত বিচার করিয়াছেন, তখন আর কোন কথা কহিতে সাহসী হইল না।

এইরূপ ঘটনায় যুবক আপন অর্থ গ্রহণ করিয়া কাজি সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক আপন স্থানে প্রস্থান করিল।

মৎস্যের ক্লীবত্ব।

নদীতে মৎস্য ধরিয়া এবং সেই মৎস্য বাজারে বিক্রয় করিয়া, একজন ধীবর আপন জীবন ধারণ ও পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিত। মৎস্য ধরিবার সময় একদিবস তাহার জালে দেখিতে-নিতান্ত-সুন্দর একটী মৎস্য পড়িল। এরূপ মৎস্য ইতিপূর্ব্বে সেই ধীবর কখনও দর্শন করে নাই। এই মৎস্য বাজারে বিক্রয় করিলে যে অধিক কিছু পাওয়া

যাইবে, তাহা নিশ্চয়; মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া ধীবর সেই মৎস্যটীকে জীবিতাবস্থায় রাজার সমীপে লইয়া উপস্থিত করিল। ধীবরের মনে প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, রাজা এই মৎস্যটীকে দর্শন করিলে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইবেন, এবং তাহাকে উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া ধীবর মৎস্যটীকে লইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইল। সেই সময় রাজা দরবারে উপস্থিত ছিলেন না। মন্ত্রী মহাশয় সেই মৎস্যটীকে দেখিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ধীবরকে কহিলেন, "তোমার এই মৎস্য দেখিয়া রাজা যে সন্তুষ্ট হইয়া ইহার নিমিত্ত তোমাকে পারিতোষিক প্রদান করিবেন, তাহার স্থিরতা কি? পারিতোষিক বলিয়া রাজার নিকট হইতে আমি তোমাকে কিছু দেওয়াইয়া দিতে পারি। কিন্তু যাহা তুমি প্রাপ্ত হইবে, তাহার অর্দ্ধেক যদি আমাকে প্রদান করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে তোমার নিমিত্ত আমি চেষ্টা দেখিতে পারি।"

মন্ত্রীর প্রস্তাবে ধীবর কোনরূপেই সম্মত হইল না। বস্তুতঃ সেই সময় রাজা আসিয়া দরবারে প্রবেশ করিলেন, এবং মৎস্যটীকে দেখিয়া তিনি বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই মৎস্য আনিবার পারিতোষিক স্বরূপ সেই ধীবরকে একশত টাকা প্রদান করিতে আদেশ করিলেন।

মন্ত্রী দেখিলেন যে, ধীবর তাহাকে একটী মাত্র পয়সা না দিয়া রাজদরবার হইতে অনায়াসে একশত টাকা লইয়া

যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া মন্ত্রী মহাশয় রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! একটী মৎস্যের নিমিত্ত একবারে একশত টাকা প্রদান করা নিতান্ত অধিক হইতেছে। কিন্তু যখন মহারাজ একশত টাকা প্রদান করিতে আদেশ করিয়াছেন, তখন উহাকে সেই মুদ্রা নিশ্চয়ই প্রদান করিতে হইবে। পরন্তু আমার একটী বিশেষ অনুরোধ এই যে, সেই একশত টাকা উহাকে এখন প্রদান না করিয়া, এইরূপ প্রকারের আর একটী মৎস্য আনয়ন করিলে, উহাকে সেই টাকা প্রদান করা হয়। আপনি ওই ধীবরকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করুন, এই মৎস্যটী স্ত্রী, না পুরুষ। কারণ, ধীবরেরা মৎস্য দেখিলেই তাহা অনায়াসে বলিতে পারিবে। আপনার কথায় উত্তরে যদি সে ইহাকে স্ত্রী কহে, তাহা হইলে ইহার জোড়া একটী পুরুষ আনিয়া দিতে আজ্ঞা করুন। আর যদি কহে যে, ইহা পুরুষ, তাহা হইলে একটী স্ত্রী মৎস্য আনিয়া না দিলে ইহার জোড়া হইবে না। এরূপ অবস্থায় অপর মৎস্যটী আনয়ন না করিলে উহার টাকা প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।"

মন্ত্রীর কথা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে বিবেচনা করিয়া, রাজা ধীবরকে মন্ত্রীর ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। ধীবর বুঝিতে পারিল যে, মন্ত্রী মহাশয়কে অর্দ্ধেক অংশ প্রদান করিতে অসম্মত হওয়ায় তিনি এই গোলযোগ ঘটাইলেন।

এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া, ধীবর রাজা মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার! বড়ই দুঃখের সহিত আমাকে

বলিতে হইতেছে যে, আপনার আজ্ঞা আমি কোনরূপেই প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইব না। কারণ, এই মৎস্যটী পুরুষও নহে, স্ত্রীও নহে যে, আমি ইহার জোড়া মিলাইয়া দিতে সমর্থ হইব। এটী নপুংসক।"

মহারাজ প্রথমেই মন্ত্রীর চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন। একণে ধীবরের এই উপস্থিত-বুদ্ধি দেখিয়া তিনি আরও সন্তুষ্ট হইলেন। পরে ধীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমার উত্তরে আমি যে কতদূর সন্তুষ্ট হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। তোমার বুদ্ধি-কৌশলের নিমিত্ত আমি একশত টাকার পরিবর্ত্তে তোমাকে দুইশত টাকা প্রদান করিতেছি। ইহা হইতে কাহাকেও তোমার অংশ প্রদান করিতে হইবে না।" এই বলিয়া তাহার সম্মুখে তৎক্ষণাৎ ধীবরকে দুইশত টাকা প্রদান করিবার নিমিত্ত কোষাধ্যক্ষকে আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ পাইবামাত্র কোষাধ্যক্ষ বিনা-বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ দুইশত টাকা ধীবরের হস্তে প্রদান করিলেন। ধীবর একবারে দুইশত টাকা প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ আনন্দিত চিত্তে মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে রাজসভা হইতে বহির্গত হইয়া, আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

মন্ত্রী মহাশয় মনে মনে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া, আপনার মস্তক নত করিয়া অপরাপর কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

উজীরের কৈফিয়ৎ।

কোন রাজার একজন বেশ বিজ্ঞ উজীর ছিলেন। বহু দিবস কর্ম্ম করিয়া তিনি আপন কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হন। রাজা এক দিবস তাঁহার অপরাপর প্রধান কর্ম্মচারীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইদানীন্তন আমি আমার উজীরকে দেখিতে পাইতেছি না কেন?" রাজার কথার উত্তরে তাঁহারা সকলেই কহিলেন, "উজীর তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন।"

রাজা তাঁহাদিগের কথায় সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস না করিয়া, এক দিবস উজীরের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং উজীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুমি কি কারণে আমার চাকরী পরিত্যাগ করিলে?"

উত্তরে উজীর কহিলেন, "পাঁচটী কারণ বশতঃ আমি আপনার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কারণগুলি আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।

১ম। "আপনি যখন বসিয়া থাকেন, সেই সময় আপনার নিকট আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। এখন আমি যাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, তাঁহার নিকট আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় না, বসিয়া বসিয়াই তাঁহার আরাধনা হইয়া থাকে।

২য়। "আপনি যে সময় আহার করিতেন, আমি সেই সময় আপনার আহারীয় দ্রব্যের প্রতি তাকাইয়া থাকিতাম মাত্র; তাহা হইতে কিছু আহার করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। কিন্তু এখন যে মনিবের কর্ম্ম করিতেছি, তিনি তাঁহার আহারীয় দ্রব্যের উপর হস্তার্পণ করা দূরে থাকুক, তাহার দিকে দৃষ্টি করেন কি না সন্দেহ। সুতরাং তাঁহার আহারের নিমিত্ত আয়োজিত সমস্ত দ্রব্য আমরাই আহার করিয়া থাকি। এরূপ মনিব কোথায় পাইব?

৩য়। "আপনার নিদ্রা কালীন আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছিল যে, নিজে জাগ্রত থাকিয়া আপনার উপর বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখা। কারণ, নিদ্রিত অবস্থায় কেহ যেন আপনার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারে। কিন্তু বর্ত্তমান মনিবের উপর আমাকে সেইরূপ দৃষ্টি রাখিতে হয় না; অধিকন্তু নিদ্রিতাবস্থায় হউক, বা বিশ্রাম কালীন হউক, তিনি আমার উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন, এবং বিপদ হইতে তিনি সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

৪র্থ। "আমার মনে সর্ব্বদা ভয় ছিল যে, আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি আপনি মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাহা হইলে আমার শত্রুগণ আমার উপর বিশেষরূপ অত্যাচার করিবে। কিন্তু এখন আমি যে মনিবের কর্ম্ম করিতেছি, তাঁহার মৃত্যু নাই। সুতরাং আমার শত্রুকেও ভয় নাই।

৫ম। "আপনাকে আমি সর্ব্বদাই ভয় করিয়া চলিতাম। কারণ, হঠাৎ আমা কর্ত্তৃক যদি কোন কুকার্য্য সাধিত হইত, তাহা হইলে আপনার নিকট হইতে আমার কোন-

রূপ পরিত্রাণ পাইবার উপায় ছিল না। কিন্তু আমি এখন যে মনিবের কর্ম্ম করিতেছি, তিনি প্রত্যহ আমার কৃত শত শত কুকার্য্য বিনা-দণ্ডে মাপ করিতেছেন।

"এরূপ অবস্থায় মহারাজ বলুন দেখি, আপনার চাকরী অপেক্ষা বর্ত্তমান মনিবের চাকরী করা ভাল কি না?"

উজীরের এই কথা শুনিয়া রাজা আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনুমতি লইয়া চুরি।

এক দিবস রাত্রিকালে একটী চোর ঘোড়া চুরি করিবার অভিপ্রায়ে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির অশ্বশালায় প্রবেশ করে। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য বশতঃ ঘোড়া চুরি করিবার পূর্ব্বেই সে সেই আস্তাবলের ভিতর ধৃত হয়। এই সংবাদ সেই ধনাঢ্য ব্যক্তির কর্ণগোচর হইলে, চোরকে দেখিবার মানসে তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হন, এবং কিরূপে চোর ধৃত হইয়াছে, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তিনি সেই চোরকে কহেন, "কিরূপে তুমি আমার অশ্ব চুরি করিতে, তাহা যদি আমাকে দেখাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে পুলিশের হস্তে প্রদান না করিয়া এই স্থান হইতেই তোমাকে অব্যাহতি প্রদান করি।"

ধনাঢ্য ব্যক্তির কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সেই চোর সম্মত হইল। তখন কিরূপে সে ঘোড়া চুরি করিত, তাহা দেখাইবার মানসে, সে দ্রুতগতি আস্তাবলের ভিতর প্রবেশ করিয়া, যে রজ্জু দ্বারা সেই ঘোড়ার পা বাঁধা ছিল, প্রথমেই সেই রজ্জু কাটিয়া দিল, এবং এক লম্ফে ঘোড়ার উপর আরোহণ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে সবলে কষাঘাত করিবামাত্র ঘোড়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া গেল। সেই সময় সেই চোর কহিল, "দেখুন মহাশয়! এইরূপে আমি আপনার ঘোড়া চুরি করিতাম।" এই বলিতে বলিতে ঘোড়া সহিত সেই চোর সকলের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গেল।

এই ব্যাপার দেখিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তি বুঝিতে পারিলেন যে, চোরের কাছে তিনি প্রতারিত হইলেন। তখন তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লোক প্রেরণ করিলেন; কিন্তু কেহই সেই চোর বা ঘোড়ার আর কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন অনন্যোপায় হইয়া, সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনার বুদ্ধিকে বার বার ধিক্কার প্রদান করিয়া অন্তঃপুরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

লোভে লোকসান।

একজন কৃপণ অনেক কষ্টে সহস্র মুদ্রার সংস্থান করিয়া এক দিবস তাঁহার জনৈক বন্ধুকে কহিলেন, "আমি অনেক কষ্টে সহস্র মুদ্রার সংস্থান করিয়া রাখিয়াছি, এবং ইচ্ছা করিয়াছি, গ্রামের বহির্ভাগের কোন স্থানে এই অর্থগুলি পুতিয়া রাখিয়া দুই তিন মাসের নিমিত্ত দেশ পর্য্যটনে গমন করিব। আপনি আমার প্রাণের বন্ধু: আপনার নিকট আমি কোন কথা গোপন করি না বলিয়া ইহা আপনাকে কহিলাম; কিন্তু আপনি যেন একথা আর কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবেন না।"

কৃপণের কথায় তাঁহার বন্ধু সম্মত হইলেন ও উভয়ে পরামর্শ করিয়া গ্রামের বহির্ভাগে একস্থানে টাকাগুলি প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। সেই দিবসই কৃপণ দেশ পর্যাটন করিবার নিমিত্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে তাঁহার বিশ্বাসী বন্ধু সেই টাকাগুলি অন্যের অলক্ষিতভাবে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া আপন বাক্সের ভিতর বন্ধ করিলেন।

অতি অল্পদিবস পরেই কৃপণ প্রত্যাগমন করিয়া, যে স্থানে টাকা প্রোথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সর্ব্ব প্রথম সেই স্থানেই গমন করিলেন, এবং দেখিলেন, তাঁহার

প্রোথিত অর্থের চিহ্নমাত্রও সেই স্থানে নাই। এই ব্যাপার দেখিয়া সেই কৃপণ বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধুই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

এই অবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহার বন্ধুর সহিত আর দেখা করিলেন না, বা তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না। কারণ, তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার বন্ধুকে সেই টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে সকল কথা অস্বীকার করিবে ও কহিবে, "আমি ইহার কিছুই অবগত নহি।"

মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, তাহার পরামর্শ লইবার নিমিত্ত তিনি একবারে কাজি সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত কথা কহিলেন। কৃপণের কথা শুনিয়া কাজি সাহেব কহিলেন, "রীতিমত বিচার করিলে কোনরূপেই তুমি তোমার অর্থের পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে না। কিন্তু আমি তোমাকে একটী পরামর্শ দি, সেই মত তুমি কার্য্য করিয়া দেখ, যদি তাহাতে তোমার কোনরূপ উপকার হয় কি না। অদ্য রাত্রিকালেই তুমি তোমার বন্ধুর নিকট গমন করিয়া তাহাকে কহ, "বড় সুযাত্রায় এবার আমি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া-ছিলাম। কোন স্থানে আমি একবারে তিন হাজার টাকা পাইয়াছি, ও সেই সকল টাকা আমি এই স্থানে আনয়ন করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে যে স্থানে আমি সহস্র মুদ্রা প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছি, এই তিন সহস্র মুদ্রাও আমি সেই স্থানে কল্য সকালেই গিয়া পুতিয়া রাখিব।"

তোমার বন্ধুকে কেবলমাত্র এই কথা বলিয়া তুমি আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিবে, এবং পর দিবস সেই স্থানে গিয়া দেখিবে, তোমার টাকা পূর্ব্বাবস্থায় সেই স্থানে আছে কি না?

কৃপণ কাজি সাহেবের পরামর্শমত তাঁহার বন্ধুর নিকট গমন করিয়া তাহার উপদেশ মত সমস্ত কথাই কহিলেন, ও রাত্রির অবশিষ্টাংশ আপনার বাড়ীতে গিয়া অতিবাহিত করিলেন।

কৃপণের কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধু বিষম বিপদে পতিত হইলেন, এবং মনে করিলেন,—কল্য প্রাতঃকালে যখন কৃপণ সেই স্থানে অপর মুদ্রা রাখিবার নিমিত্ত গমন করিবেন, সেই সময় যদি পূর্ব্বের রক্ষিত মুদ্রা তথায় দেখিতে না পান, তাহা হইলে এই তিন সহস্র মুদ্রা কিছুতেই তিনি সেই স্থানে রাখিবেন না। এরূপ অবস্থায় অদ্য রাত্রিকালেই পূর্ব্বের সহস্র মুদ্রা পুনরায় সেই স্থানে রাখিয়া আসাই কর্ত্তব্য। ইহার পরে সময় মত আর এক দিবস সেই স্থানে গমন করিয়া একবারে চারি সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিব। মনে মনে এই-রূপ ভাবিয়া কৃপণের বন্ধু সহস্র মুদ্রা লইয়া গিয়া সেই স্থানে পূর্ব্বাবস্থায় রাখিয়া আসিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে কৃপণ পুনরায় সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রোথিত সহস্র মুদ্রা যে স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল, ঠিক সেই স্থানেই আছে। এই ব্যাপার দেখিয়া কৃপণ আপনার সহস্র মুদ্রা সেই স্থান হইতে উঠা-ইয়া লইয়া, কাজি সাহেবের বুদ্ধিকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে

করিতে আপন বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই জগতে বন্ধুকেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

বন্ধু দেখিলেন যে, কৃপণ আর সেই স্থানে অর্থ রাখিলেন না; অধিকন্তু সেই সহস্র মুদ্রা সেই স্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। তখন তিনিও প্রতারিত হইলেন বলিয়া আপন অদৃষ্টকে সহস্র গালি প্রদান করিতে লাগিলেন।

ক্ষুধার্ত্তের উপস্থিত বুদ্ধি।

একজন আরব-দেশীয় লোক তিন দিবসকাল আহার করিতে পান নাই। সুতরাং ক্ষুধায় যে তিনি কিরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। এইরূপ ক্ষুধিত অবস্থায় তিনি এক স্থান দিয়া গমন করিবার কালীন দেখিতে পাইলেন যে, আর একজন আরব-বাসী এক স্থানে উপবেশন করিয়া নানা চব্য চোষ্য আহার করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সেই ক্ষুধিত আরব-বাসী মনে করিল,—এই ব্যক্তি আমার দেশস্থ লোক। এখন ইহার নিকট গমন করিয়া আমার অনাহারের কথা বলিলে এ নিশ্চয়ই কিছু আহারীয় আমাকে প্রদান করিবে। এই ভাবিয়া সেই ক্ষুধার্ত্ত আরব-বাসী তাহার নিকট গমন করিল। এবং কহিল, "ভাই! আমি দেশ হইতে

চলিয়া আসিতেছি। আসিবার সময় আপনার বাড়ী হইয়া আসিয়াছিলাম।"

আরব। আমার স্ত্রী-পুত্র কেমন আছে?

ক্ষুধার্ত্ত আরব। ভাল আছে।

আরব। আমার উষ্ট্র প্রভৃতি জানোয়ারগণ?

ক্ষুধার্ত্ত আরব। তাহারাও ভাল আছে।

আরব। তুমি এদেশে কবে আসিয়াছ?

ক্ষুধার্ত্ত আরব। আমি এই চলিয়া আসিতেছি। একাদিক্রমে চলিয়া আসিয়া আমার বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ আমার সহিত যে আহারীয় দ্রব্য ছিল, তাহা অদ্য তিন দিবস হইতে ফুরাইয়া যাওয়ায় এই তিনদিন আমার আহার হয় নাই। ক্ষুধায় আমি চলিতে পারিতেছি না।

এই বলিয়া ক্ষুধার্ত্ত আরব তাহার নিকট উপবেশন করিল।

সেই ব্যক্তি আর কোন কথা না বলিয়া বা উহাকে কিছুমাত্র আহারীয় না দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আহার করিতে লাগিল। উহার ব্যবহার দেখিয়া ক্ষুধার্ত্ত আরব বিশেষ অসন্তুষ্ট হইল ও পরিশেষে দূরবর্ত্তী একটী কুকুরকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, "তোমার কুকুরটী যদি বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে এত দিবসে অত বড় হইত?"

আরব। আমার কুকুরটীর কি ব্যারাম হইয়াছিল যে, সে মরিয়া গিয়াছে?

ক্ষুধার্ত্ত আরব। তোমার উটের অনেক মাংস খাইয়াই তোমার কুকুর ব্যারামে পড়ে, এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

আরব। আমার উট্‌টী কি করিয়া মরিয়া গেল?

ক্ষুধার্ত্ত আরব। তোমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে ঘাস জল পায় নাই; সুতরাং অনাহারেই সে মরিয়া গিয়াছে।

আরব। আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইল কিসে?

ক্ষুধার্ত্ত আরব। পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারিয়া প্রস্তর দ্বারা সে আপন মস্তকে আঘাত করে। তাহাতেই মস্তক ফাটিয়া যায়, এবং পরিশেষে সে মরিয়া যায়।

আরব। আমার পুত্রটী মরিল কি প্রকারে?

ক্ষুধার্ত্ত আরব। তোমার ঘরে আগুন লাগাতে, প্রজ্বলিত গৃহ তোমার পুত্রের উপর পতিত হয়। তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

এই কথা শুনিয়া আরব আর স্থির থাকিতে পারিল না; নিতান্ত পাগলের মত অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আহারীয় দ্রব্য সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া এক দিকে চলিয়া গেল।

ক্ষুধার্ত্ত আরব এই অবকাশে সেই আরবের পরিত্যক্ত আহারীয় দ্রব্যগুলি সেই স্থানে বসিয়া উদর পূরিয়া ভক্ষণ করিল, এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার দেখিতে লাগিল যে, সেই সকল দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যে প্রত্যাগমন করিতেছে, কি না। এইরূপে যত দূর ভোজন করিবার তাহার ক্ষমতা ছিল, ক্ষুধার্ত্ত আরব তাহা ভোজন করিল। অবশিষ্ট যাহা রহিল, তাহা আপনার কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

মাংস কাটা মোকদ্দমা।

এক ব্যক্তি অপর আর ব্যক্তির সহিত কোন কার্য্যের নিমিত্ত এই বলিয়া বাজি রাখিলেন যে, যাহার পরাজয় হইবে, তাহার শরীর হইতে একসের পরিমিত মাংস অপর ব্যক্তি কাটিয়া লইবে। পরিশেষে এক ব্যক্তির পরাজয় হইল। তখন অপর ব্যক্তি তাহার শরীর হইতে পূর্ব্ব কথিত মাংস কাটিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন। এখন কিন্তু সেই ব্যক্তি আপন শরীর হইতে মাংস কাটিয়া দিতে কোন রূপেই সম্মত হইল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া উভয়কেই কাজি সাহেবের নিকট গমন করিতে হইল। যাহাতে সহজে এ বিষয়ের মীমাংসা হয়, এবং যাহাতে একজনের শরীর হইতে মাংস ছেদিত না হয়, তাহার নিমিত্ত কাজি সাহেব বিশেষরূপে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কাজি সাহেব কহিলেন, "ঠিক একসের মাংস কাটিয়া লইবার কথা আছে, কাটিয়া লও; কিন্তু চুল পরিমিত মাংস অধিক বা অল্প করিয়া কাটিতে পারিবে না, অধিক বা অল্প হইলে আমি উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিব।" এরূপ অবস্থায় ঠিক একসের মাংস কাটিয়া লওয়া একবারে অসম্ভব দেখিয়া উভয়েই আপোষে তাহাদিগের গোলযোগ মিটাইয়া লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

লজ্জায় খুনী-পরীক্ষা।

একটী চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকের সহিত সেই স্থানের একটী গৃহস্থ স্ত্রীলোকের সহিত অনেক দিবস হইতে বিশেষ শক্রতা ছিল। চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক এক রাত্রিতে সুরাপান করিতে করিতে নিতান্ত অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও নেসার ঝোঁকে তাহার একটী শিশু-সন্তানকে হত্যা করিয়া ফেলে। পর দিবস প্রাতঃকালে যখন তাহার নেসা ছুটিয়া গেল, তখন সে দেখিল যে, তাহার শিশুটী মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। আরও বুঝিতে পারিল যে, নেসার ঝোঁকে সে-ই তাহার পুত্রটীকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া সে কাজি সাহেবের নিকট গমন করিল, এবং সেই গৃহস্থ স্ত্রীলোকের নামে নালিশ করিয়া কহিল, "ধর্ম্মাবতার! অমুক স্ত্রীলোকটী আমার শিশুকে হত্যা করিয়াছে।" কাজি সাহেব অভিযুক্তা স্ত্রীলোকটীকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া আনিলেন ও একটী নির্জ্জন গৃহের ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে বিশেষ-রূপে তাড়না করিয়া প্রকৃত কথা কহিতে কহিলেন; কিন্তু কিছুতেই সে কোন কথা স্বীকার করিল না। যখন দেখি-লেন যে, সে কিছুতেই এই অপরাধ স্বীকার করিতেছে না, তখন তিনি তাহাকে পুনরায় কহিলেন, "এখন যদি তুমি প্রকৃত কথা না বল, তাহা হইলে আমি এখনই তোমার

প্রাণদণ্ড করিব।" অভিযুক্তা স্ত্রীলোকটী তখনও কহিল, "দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি প্রকৃত কথা কহিতেছি। আমি সেই শিশুকে হত্যা করি নাই। ইহাতে যদি আপনি আমার প্রাণবধ করিতে চাহেন করুন, কিন্তু আমি কোন রূপেই মিথ্যা কথা কহিব না।"

অভিযুক্তা স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া কাজি সাহেব তৎ-ক্ষণাৎ জল্লাদকে ডাকাইলেন। জল্লাদ আসিবামাত্র সেই স্ত্রীলোকটীকে হত্যা করিবার নিমিত্ত তাহাকে আদেশ প্রদান করিলেন। জল্লাদ আদেশ প্রতিপালন করিবার মানসে সেই স্ত্রীলোকটীকে লইয়া কিছু দূর গমন করিলে পর, পুনরায় কাজি সাহেব তাহাদিগকে ডাকাইলেন ও সেই স্ত্রীলোকটীকে পুনরায় সেই নির্জ্জন গৃহের ভিতর লইয়া গিয়া কহিলেন, "তোমাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত আমি জল্লাদকে আদেশ প্রদান করিয়াছি, এখনই আমার আদেশ প্রতিপালিত হইবে; কিন্তু এখন যদি তুমি উলঙ্গ হইয়া একবার আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার জীবন দান করিতে পারি।"

কাজি সাহেবের কথা শুনিয়া, অভিযুক্তা স্ত্রীলোকটী নিতান্ত লজ্জিত ভাবে আপনার শরীর আবৃত করিয়া, সেই গৃহের এক প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। আর কহিল, "আপনি অনায়াসেই আমার জীবন নষ্ট করিতে পারেন। সামান্য জীবনের আশায় আমি লজ্জা সরম পরিত্যাগ করিয়া কখনই আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না। ইহাতে আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহা আপনি করিতে পারেন।"

অভিযুক্তা স্ত্রীলোকটীর এই কথা শ্রবণ করিয়া, কাজি সাহেব তাহাকে কক্ষান্তরে প্রেরণ করিয়া, অভিযোগ-কারিণী স্ত্রীলোকটীকে সেই নির্জ্জন গৃহের ভিতর ডাকাইলেন এবং তাহাকে কহিলেন, "তোমার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া আমার নিকট যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ, কেবল মাত্র তোমার কথা ব্যতীত আমি আর কোন প্রমাণ পাইতেছি না। এরূপ অবস্থায় কেবল মাত্র তোমার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া, আমি কিরূপে উহাকে দণ্ড প্রদান করিতে সমর্থ হই। কিন্তু যদি তুমি এই গৃহের ভিতর উলঙ্গ অবস্থায়, একবার আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পার, তাহা হইলে তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিতে পারি।"

কাজি সাহেবের কথায় অভিযোগ-কারিণী সম্মতা হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে একবারে বিবস্ত্র হইয়া পড়িল।

এই অবস্থা দেখিয়া, কাজি সাহেব তাহাকে তাহার বস্ত্র পরিধান করিতে কহিলেন। সে তাহার বস্ত্র পরিধান করিলে, কাজি কহিলেন, "আমার অনুমান হইতেছে যে, তোমার অভিযোগ সম্পূর্ণ রূপ মিথ্যা। যে স্ত্রীলোক আপন জীবন অপেক্ষা আপনার লজ্জাকে অধিক পরিমাণে মূল্যবান্ জ্ঞান করে, তাহার কথা আমি যতদূর বিশ্বাস করিতে পারি, সামান্য কারণের নিমিত্ত আপনার লজ্জা পরিত্যাগ-কারিণীকে আমি কিছুতেই ততদূর বিশ্বাস করিতে পারি না। সুতরাং এখন আমি বেশ জানিতে পারিতেছি যে, তুমি যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা। সুতরাং মিথ্যা অভিযোগ আনার অপরাধে, আমি তোমাকে কয়েদ করিবার আদেশ প্রদান

করিলাম। আর যাহার উপর তুমি অভিযোগ আনিয়াছ, সেই স্ত্রীলোকটীকে নিরপরাধ-জ্ঞানে আমি তাহাকে অব্যাহতি দিলাম।”

কাজি সাহেবের এই আদেশ প্রতিপালিত হইল। অভিযুক্তা স্ত্রীলোকটী অব্যাহতি পাইয়া, আপন স্থানে প্রস্থান করিল। আর অভিযোগ-কারিণী, কারাগারে আবদ্ধা হইল।

সাত দিন কাল কারাগারে অবস্থিতি করিয়া, অভিযোগ-কারিণী প্রকৃত কথা কাজি সাহেবের নিকট কহিলে, পরিশেষে কাজি সাহেব তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। পরে কহিলেন “ভবিষ্যতে এরূপ মিথ্যা নালিশ আর কখন করিও না।”

যমের ছাপে বিচার।

এক দিবস দুই ভাই একত্র দেশ-পর্য্যটন করিবার মানসে, বাড়ী হইতে বহির্গত হইল। কয়েক দিবসের পথ গমন করিলে, এক স্থানে পথের উপর এক থলী অর্থ প্রাপ্ত হইল। উভয়ে সেই থলী খুলিলে দেখিতে পাইল, যে, নগদ মুদ্রায় সেই থলী পরিপূর্ণ, এবং উহার ভিতর দুই খানি অতি উৎকৃষ্ট মাণিক রহিয়াছে। এই অবস্থা দৃষ্টি করিয়া সমস্ত অর্থগুলি উভয় ভ্রাতায় সমান ভাগে বণ্টন করিয়া লইলেন। মাণিক দুই খানিও দুই ভাই গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে হঠাৎ অধিক পরিমিত অর্থ প্রাপ্ত হওয়ায়, ছোট ভাই দেশ-পর্য্যটনে বিরত হইয়া, আপন দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। বড় ভাই আর প্রত্যাগমন করিলেন না; কিন্তু তাঁহার অংশের সমস্ত টাকা ও মাণিক খানি তাঁহার স্ত্রীর হস্তে প্রদান করিবার নিমিত্ত, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অর্থগুলি গ্রহণ করিয়া আপনার বাড়ীর উদ্দেশে গমন করিলেন। নিয়মিত সময়ে ছোট ভাই আপন বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বড় ভাইয়ের স্ত্রীর হস্তে তাঁহাদিগের অংশ মত সমস্ত নগদ মুদ্রা প্রদান করিলেন; কিন্তু লোভ-পরতন্ত্র হইয়া মাণিক খানি প্রদান করিতে পারিলেন না, উভয় মাণিকই নিজে আত্মসাৎ করিলেন।

বড় ভাই তিন বৎসর কাল পরে, দেশ-পর্য্যটন করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার ছোট ভাই তাঁহার স্ত্রীকে কেবল মাত্র নগদ মুদ্রা গুলি প্রদান করিয়াছেন, বহু মূল্য মাণিক খানি প্রদান করেন নাই।

এই কথা তিনি তাঁহার ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করায়, ছোট ভাই কহিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী মিথ্যা কথা কহিতেছেন। তিনি নগদ মুদ্রার সঙ্গেই সেই মাণিক খানিও তাঁহার স্ত্রীর হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

বড় ভাইয়ের স্ত্রী একথা অস্বীকার করিলেন। আর বড় ভাই তাঁহার ছোট ভাইকে বিশ্বাস করিয়া, আপন স্ত্রীকে বিশেষ রূপে তাড়না করিতে লাগিলেন। স্ত্রী নিতান্ত ভীতা

হইয়া আপনার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অনন্তোপায় হইয়া বড় ভাই তখন কাজি সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা কাজি সাহেবের নিকট বর্ণন করিলেন।

কাজি সাহেব বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে এবং ছোট ভাইকে ডাকাইয়া আনিয়া, উভয়কেই জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রী পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছিল, সেই রূপই কহিল। ছোট ভাইও বার বার কহিতে লাগিল যে. মাণিক খানি তাহার বড় ভাইয়ের স্ত্রীর হস্তে প্রদান করিয়াছে।

কাজি সাহেব ছোট ভাইকে কহিলেন, "তুমি যে মাণিক দিয়াছ বলিতেছ, তাহা আর কেহ অবগত আছে?" উত্তরে ছোট ভাই কহিল, "আমি দুই জন লোকের সম্মুখে সেই মাণিক প্রদান করিয়াছি।"

কাজি সাহেব সাক্ষীদ্বয়কে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিতে কহিলে, তিনি কিছু অর্থ প্রদানে দুই জন সাক্ষীকে বশীভূত করিলেন। তাহারা অর্থ লোভে কাজি সাহেবের নিকট আসিয়া অনায়াসেই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিল।

এই প্রমাণে কাজি সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বড় ভাইকে কহিলেন "তোমার ছোট ভাই তোমার স্ত্রীকে সেই মাণিক প্রদান করিয়াছেন। এখন তুমি তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লও।"

কাজি সাহেবের বিচারে সন্তুষ্ট না হইয়া, প্রথম ভাইয়ের স্ত্রী রাজ-দরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজার নিকট

সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিলেন। রাজা কহিলেন "কাজি সাহেবের নিকট গিয়া এই নালিশ উথাপিত কর নাই কেন?" উত্তরে স্ত্রীলোকটী কহিল "নালিশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার দ্বারা সুবিচার প্রাপ্ত হই নাই বলিয়াই, রাজ-দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া, রাজা কাজির দরবার হইতে সেই মোকদ্দমার সমস্ত কাগজ পত্র আনাইয়া দেখি-লেন এবং সাক্ষী প্রভৃতি এই মোকদ্দমার সংস্পৃষ্ট সমস্ত লোককে ডাকাইয়া আনিয়া, প্রত্যেককে এক এক টুকরা মম প্রদান করিয়া কহিলেন, "যে মাণিক লইয়া এই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সেই মাণিক কিরূপ এবং কতবড় ছিল, তাহার একটী একটী প্রতিমূর্ত্তি তোমরা প্রস্তুত করিয়া আমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত কর।" এই বলিয়া প্রত্যেক-কেই তিনি পৃথক পৃথক গৃহের ভিতর আবদ্ধ করিলেন।

সকলেই মমের একটী একটী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিল, কিন্তু বড় ভায়ের স্ত্রী কহিল "আমি যখন স্বচক্ষে সেই মাণিক কখনও দর্শন করি নাই, তখন আমি কি প্রকারে সেইরূপ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইব?" এই বলিয়া মমখণ্ড প্রত্যর্পণ করিল।

দুই ভাইয়ের প্রস্তুতীকৃত প্রতিকৃতি ঠিক এক রূপই হইল। কিন্তু সাক্ষীদ্বয়ের নির্ম্মিত প্রতিকৃতি ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিল।

এই অবস্থা দেখিয়া রাজা উভয় সাক্ষীকেই কারাবাসে প্রেরণ করিতে আদেশ দিয়া কহিলেন, "ইহারা দুই জনেই সেই মাণিক কখন দর্শন করে নাই, ইহারা মিথ্যা সাক্ষ্য

প্রদান করিয়াছে। কিন্তু এখনও যদি উহারা প্রকৃত কথা কহে, তাহা হইলে উহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে। নতুবা ইহারা কারারুদ্ধ থাকিবে।"

এইরূপ ব্যাপারে সাক্ষীদ্বয় আর মিথ্যা কহিল না, তখন তাহারা প্রকৃত কথা কহিল; বলিল, "আমরা পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছি, তাহার সমস্তই মিথ্যা। কেবল অর্থলোভে আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছি। সেই মাণিক আমাদিগের চক্ষুতে আমরা কখনও দর্শন করি নাই।

এই সাক্ষীদ্বয়ের কথা শুনিয়া রাজা ছোট ভাইকে কহিলেন, "তুমি যদি এখনও প্রকৃত কথা না বলিয়া সেই মাণিক বাহির করিয়া না দেও, তাহা হইলে চিরকাল তোমাকে কারাগৃহে বাস করিতে হইবে। আর যদি প্রকৃত কথা বলিয়া এখনই সেই মাণিক বাহির করিয়া দেও, তাহা হইলে নিতান্ত সামান্ত দণ্ড দিয়া তোমাকে আমি অব্যাহতি প্রদান করিব।"

রাজ-আজ্ঞার উপর আর কোন কথা কহিতে সাহস না করিয়া ছোট ভাই প্রকৃত কথা স্বীকার করিল ও সেই মাণিকখানি বাহির করিয়া দিল। অতঃপর ছোট ভাইয়ের ব্যবহারে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন ও সাতবার বেত্রাঘাত করিয়া তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। কিন্তু কাজি সাহেব এই মোকদ্দমার প্রকৃত বিচার করিতে সমর্থ না হওয়ায়, তাঁহাকে অতিশয় ভৎর্সনা করিলেন।

অল্প-বুদ্ধির তালিকা।

জনৈক অপরিচিত ঘোটক-বিক্রেতা কয়েকটী ঘোটক, বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে জনৈক রাজার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। ঘোটক কয়েকটী দেখিয়া রাজার মনোমত হইল ও উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিয়া তিনি সেই ঘোটক কয়েকটী ক্রয় করিয়া লইলেন। পরে সেই প্রকার আরও ঘোটক সংগ্রহ করিয়া আনিতে সমর্থ হইবে কি না, তাহা সেই অজ্ঞাত-নাম-ধাম ঘোটক-ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বলা বাহুল্য, ঘোটক ব্যবসায়ী তাহার আনীত ঘোটক কয়েকটী অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট ঘোটক ক্রয় করিয়া শীঘ্রই রাজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই কথা স্বীকার করিয়া ঘোটকের মূল্য স্বরূপ আগামী কিছু অর্থ রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা পূর্ব্ব-কথিত ঘোড়া কয়েকটী দেখিয়া ও ঘোটক-ব্যবসায়ীর কথা শুনিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাহাকে একবারে দুই লক্ষ টাকা প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ঘোটক ব্যবসায়ী দুই লক্ষমুদ্রা পাইয়া হৃষ্টমনে সেই সহর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার কিছু দিবস পরে একদিবস রাজা সুরার ঝোঁকে তাঁহার উজিরকে ডাকিলেন ও কহিলেন, "আমার

রাজত্বের ভিতর যতগুলি অল্পবুদ্ধি লোক বাস করে, তাহার একটী তালিকা দুই এক দিবসের মধ্যে আমাকে প্রস্তুত করিয়া দিন।" উত্তরে উজির কহিলেন, "এরূপ তালিকা পূর্ব্ব হইতেই আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। আপনি এখনই তাহা পাইতে পারেন।" এই বলিয়া একটী তালিকা রাজার হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা তালিকা খানি খুলিয়াই তালিকার প্রথমেই তাঁহার নিজের নাম দেখিতে পাইলেন।

তালিকা দেখিবামাত্রই রাজা কহিলেন, "ইহার ভিতর সর্ব্বপ্রথমেই আমার নাম লেখা আছে দেখিতেছি! ইহার কারণ কি?"

উত্তরে উজির কহিলেন, "যে ব্যক্তি অজ্ঞাত-নাম-ধাম ও সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ব্যক্তির হস্তে বিনা-জামিনে একবারে দুই লক্ষ টাকা অনায়াসেই প্রদান করিতে পারেন, তাঁহার নাম যদি এই তালিকাভুক্ত না হইবে, তাহা হইলে আর কাহার নাম লিখিব?"

উজিরের কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন "ভাল, এখন আমার নাম তালিকা-ভুক্ত হইল; কিন্তু সেই ঘোটক ব্যবসায়ী ঘোটক লইয়া যদি পুনরায় আমার নিকট আগমন করে, তাহা হইলে আমার নামের পরিবর্ত্তে এই তালিকায় কাহার নাম লিখিত হইবে? আপনার নাম নহে কি?"

উজির। না মহারাজ! আমার নাম কিছুতেই এই তালিকাভুক্ত হইতে পারে না। প্রকৃতই যদি সেই ঘোটক-ব্যবসায়ী ঘোটক লইয়া পুনরায় মহারাজের নিকট আগমন

করে, তাহা হইলে মহারাজের নামের পরিবর্ত্তে সেই ঘোটক-ব্যবসায়ীর নাম উক্ত তালিকাভুক্ত হইবে।

রাজা। তাহার নাম তালিকাভুক্ত হইবে কেন? এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি বিশ্বাস-ঘাতকের কার্য্য করিতে সাহসী না হইবে, তাহাকে আপনি অল্পবুদ্ধির লোক বলেন?

উজির। অবশ্য! তাহার নাম ধাম পর্য্যন্ত যখন কেহই অবগত নহে, তখন সেই দুই লক্ষ টাকার দ্রব্য লইয়া যদি সে প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে তাহার নাম কোন রূপেই তালিকার বহির্ভূত হইতে পারে না।

চতুরা প্রণয়িনী।

একটী চরিত্রহীনা সুরূপা স্ত্রীলোক একদিবস পথ দিয়া গমন করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া এক ব্যক্তি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। উহাকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন কেন?"

উত্তরে সেই ব্যক্তি কহিল, "আমি তোমার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়াছি বলিয়াই, তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি। ইচ্ছা—তোমার বাড়ী পর্য্যন্ত গমন করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।"

উক্ত ব্যক্তির কথা শুনিয়া, স্ত্রীলোকটী কহিল "যে ব্যক্তি আমার প্রতি বিশেষরূপে প্রণয়ে আকৃষ্ট না হইবে, আমি কিছুতেই তাহাকে আমার গৃহে স্থান প্রদান করিতে পারি না। কিন্তু আপনি যখন বলিতেছেন যে, আমার প্রণয়ে আপনি মুগ্ধ হইয়াছেন, তখন আমি অনায়াসেই আপনাকে আমার গৃহে স্থান প্রদান করিতে পারি। তবে আমার প্রণয়ে আপনি কেন আবদ্ধ হইতেছেন, তাহা বলিতে পারি না। কারণ আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুন্দরী আমার ভগিনী আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে, ওরূপ সুন্দরী রমণী এই স্থানে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, আপনি তাহার প্রণয়ে আসক্ত না হইয়া আমার প্রণয়ে কেন আসক্ত হইতেছেন, তাহা আমি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

স্ত্রীলোকটীর কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল এবং পরে একটী স্ত্রীলোককে আসিতে দেখিয়া, তাহাকে দেখিবার মানসে সেই স্থানে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিল। ক্রমে সেই স্ত্রীলোকটী তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। নিকটে আসিলে সে দেখিল যে, সেই স্ত্রীলোকটী নিতান্ত কুরূপা। এই অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় সে পূর্ব্ব-কথিত সেই স্ত্রীলোকটীর নিকট গমন করিয়া কহিল, "তুমি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কথা কহিয়াছ। তোমা অপেক্ষা তোমার ভগিনী কোন রূপেই সুশ্রী নহে; বরং সে নিতান্ত কদাকার। এরূপ অবস্থায় আমি কোন রূপেই তাহাকে আমার প্রণয়িনী করিতে পারি না।

যখন পূর্ব্বে তোমাকেই ভাল বাসিয়াছি, তখন তোমার সহিতই আমি প্রণয়ের প্রত্যাশা করি।"

উহার কথার উত্তরে সেই চতুরা স্ত্রীলোকটী কহিল "তুমি আমার প্রণয়ে কখনই আসক্ত হও নাই, বা আমাকে কোন রূপেই তুমি ভালবাসিতে সমর্থ হও নাই; কারণ যদি আমার উপর তোমার আসক্তি জন্মিত, তাহা হইলে অপর স্বরূপা স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইতে কখনই অভিলাষী হইতে না, বা তাহার প্রত্যাশায় কখনই তুমি এই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে না। এইরূপ অবস্থায় আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি আমার প্রণয়ে কখনই আসক্ত নহ। সুতরাং এরূপ লোককে আমি কখনই গ্রহণ করিতে পারি না।"

স্ত্রীলোকের কথা শুনিয়া, সে ব্যক্তি আপনার বুদ্ধিকে বার বার ধিক্কার প্রদান করিল এবং সেই স্ত্রীলোকের আশা পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণমনে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

রুটির ঋণ।

এক ব্যক্তি প্রত্যহ বাজার হইতে ছয়খানি করিয়া রুটি খরিদ করিয়া আনিত। এক দিবস সেই রুটি-বিক্রেতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার স্ত্রী নাই, তথাপি আপনি প্রত্যহ ছয়খানি করিয়া রুটি খরিদ করেন কেন? কারণ, এই একখানি রুটি একজনের পক্ষে যথেষ্ট।" উত্তরে সেই ব্যক্তি কহিল, "প্রত্যহ ছয়খানি রুটি যে কি করিয়া থাকি, তাহার হিসাব আমি আপনাকে প্রদান করিতেছি, শুনিলেই জানিতে পারিবেন।——

"একখানি রুটি আমি প্রত্যহ রাখিয়া দি, একখানি ফেলিয়া দি, দেনা শোধ করিতে দুইখানি যায়, অবশিষ্ট দুইখানি আমি ধার দিয়া থাকি।"

রুটি-বিক্রেতা ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "আমি আপনার কথা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।" তখন সে কহিল, "আমি আরও পরিষ্কার করিয়া আপনাকে বলিয়া দিতেছি, তাহা হইলে, অনায়াসেই আপনি বুঝিতে পারিবেন।——

"একখানি রুটি প্রত্যহ আমি রাখিয়া দি, অর্থাৎ আমার নিজের প্রাত্যহিক আহারের নিমিত্ত একখানি রুটির অধিক লাগে না।"

"একখানি ফেলিয়া দি, অর্থাৎ আমার শ্বাশুড়ীঠাকুরাণীকে একখানি না দিলে কোন রূপেই তাঁহার চলে না। বুঝুন, উহা ফেলিয়া দেওয়া নয় ত কি?"

"দেনা শোধ করিতে দুইখানি যায়, অর্থাৎ শৈশব হইতে পিতা-মাতার নিকট হইতে আমি রুটি দেনা করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আসিয়াছি; সুতরাং পিতা-মাতার সেই দেনা পরিশোধ করিতে, দুইখানির কম কিছুতেই হয় না।

"অবশিষ্ট দুইখানি আমি আমার দুইটী পুত্রকে ধার দিয়া রাখিতেছি, সময় মত পুনরায় সেই ধার আদায় করিয়া লইব।"

রুটি-ক্রয়-কারীর কথা শুনিয়া, রুটি-বিক্রেতা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; অধিকন্তু কহিল, "আপনি যাহা কহিলেন, তাহা প্রকৃত, এবং আপনি যাহা করিতেছেন, জগতের সকলেই তাহা করিয়া থাকেন।"

পেটবেদনায় চক্ষে ঔষধ।

কোন এক ব্যক্তির পেটের ভিতর হটাৎ এক দিবস অতিশয় বেদনা উপস্থিত হয়। বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া তিনি চিকিৎসার নিমিত্ত একজন হাকিমের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। হাকিম সাহেব তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার পেটের ভিতর আজ

যে বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ বেদনা ইতিপূর্ব্বে আর কখন হইয়াছিল কি?"

পীড়িত ব্যক্তি। না মহাশয়! এরূপ বেদনা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আমার হয় নাই। আজই প্রথম এই বেদনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমাকে একবারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।

হাকিম সাহেব। তুমি প্রত্যহ কি আহার করিয়া থাক?

পীড়িত ব্যক্তি। রুটিই আমার প্রধান খাদ্য, আমি প্রত্যহই রুটি খাইয়া থাকি।

হাকিম সাহেব। আজ কি খাইয়াছিলে?

পীড়িত ব্যক্তি। আজও রুটি আহার করিয়াছিলাম; কিন্তু অদ্যকার রুটিগুলি প্রায় সমস্তই পুড়িয়া গিয়াছিল।

হাকিম সাহেব। চক্ষে দেখিয়া পোড়ারুটি কেন আহার করিলে?

পীড়িত ব্যক্তি। আজ অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং আহার করিবার কালীন রুটিগুলি যে পুড়িয়া গিয়াছে, তাহা আমি প্রথমতঃ লক্ষ্যই করি নাই। কিন্তু কয়েকখানি রুটি খাইবার পর জানিতে পারি যে, সমস্ত রুটিগুলিই পুড়িয়া গিয়াছে।

হাকিম সাহেব। তোমাকে আমি উপযুক্ত ঔষধ প্রদান করিতেছি।

এই বলিয়া, হাকিম সাহেব একটু ঔষধ আনিয়া সেই ব্যক্তির হস্তে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "এই ঔষধটী উত্তমরূপে তোমার চক্ষুতে লাগাইয়া দেও।"

পীড়িত ব্যক্তি। আমি পেটের বেদনায় নিতান্ত অস্থির হইয়াছি, আপনি তাহার কোন রূপ ঔষধ প্রদান না করিয়া, চক্ষুতে ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করিলেন! এ কিরূপ চিকিৎসা? ইহার কিছুই আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। চক্ষুর সহিত পেটের যে কোনরূপ সংস্রব আছে, আমার ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে তাহা আমি এ পর্য্যন্ত জানিতাম না।

হাকিম সাহেব। চক্ষুর সহিত পেটের কোনরূপ সংস্রব না থাকিলেও, আমার বিবেচনায় তোমার চক্ষুর চিকিৎসা করাই কর্ত্তব্য; কারণ তোমার চক্ষুর দোষ নিশ্চয়ই জন্মিয়াছে। যদি তুমি পোড়ারুটি দেখিয়া তাহা আহার না করিতে, তাহা হইলে তোমার পেটে কোনরূপ বেদনা উপস্থিত হইত না। এরূপ অবস্থায় আমার বিবেচনায় সর্ব্ব প্রথমে তোমার চক্ষুর চিকিৎসা করাই কর্ত্তব্য।

হাকিম সাহেবের কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

কাজির কাজে রেহাই।

জনৈক রাজা তাঁহার রাজ্যের কোন একজন সুশিক্ষিত লোককে তাঁহার দরবারে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আদেশমাত্র সেই সুশিক্ষিত ব্যক্তি দরবারে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাজা কহিলেন, "এই সহরের কাজির পদ শূন্য হইয়াছে। আমি আপনাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে চাহি।" রাজার প্রস্তাবিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে তাঁহার অসম্মতি থাকায়, তিনি কহিলেন, "আপনি আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছেন, আমি সেই কার্য্যের উপযুক্ত নহি। কাজির কার্য্য আমার দ্বারা কখনই সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না।"

রাজা। আপনি কেন কাজির কার্য্যের উপযুক্ত নহেন?

শিক্ষিত ব্যক্তি। আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে আমি কাজির উপযুক্ত নহি; সুতরাং এই কার্য্য হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দেওয়া কর্ত্তব্য। আর যদি আমি মিথ্যা কথা কহিয়া থাকি, তাহা হইলেও, যাহাকে আপনি এই প্রধান সহরের কাজির পদে নিযুক্ত করিতেছেন, তাহাকে কোন প্রকারেই মিথ্যাবাদী বলিতে পারেন না। সুতরাং আপনার প্রস্তাবিত এই কার্য্য হইতে আমি নিষ্কৃতি পাইবার উপযুক্ত পাত্র।

শিক্ষিত ব্যক্তির কথা শুনিয়া, রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রস্তাবিত কর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত না করিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তি নিতান্ত হৃষ্টমনে আপন আলয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ভিখারীর লক্ষ্য ভেদ।

এক সময় একজন আমীর তাঁহার এক ধনুক লইয়া একটী লক্ষ্য ভেদ করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ যত্ন করিতেছিলেন, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অনেক ব্যক্তিও সেই লক্ষ্য ভেদ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু আমীর এবং তাঁহার অনুচরগণ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও কেহ সেই লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না। সেই সময় হঠাৎ একজন ফকির আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং আমীরের নিকট কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। আমীর আপনার হস্তস্থিত তীর ও ধনুক সেই ফকিরের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "আপনি এই লক্ষ্যটী ভেদ করুন দেখি।" ফকির তীরন্দাজ না হইলেও সেই লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া যেমন তাহার প্রতি তীর-ক্ষেপণ করিলেন, অমনি দৈবাৎ সেই তীর গিয়া সেই লক্ষ্য ভেদ করিল। আমীর ফকিরের এই অবস্থা দৃষ্টি করিয়া তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে একবারে শতমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়া কহিলেন, "আপনি এখন এই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারেন।"

আমীরের কথা শুনিয়া, ফকির কহিলেন, "আমি আপনার নিকট হইতে কিছু ভিক্ষা পাইবার প্রত্যাশায় এই স্থানে আসিয়া কিছু ভিক্ষার প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু

এখন দেখিতেছি যে, আপনি আমার সেই প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়াই আমাকে এই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে আদেশ করিতেছেন!"

ফকিরের কথা শুনিয়া, আমীর একটু ক্রোধভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন "এ আপনার কিরূপ কথা? এখনই আমি আপনাকে একশত টাকা প্রদান করিলাম, অথচ আপনি বলিতেছেন যে, আপনি কিছুই পাইলেন না।"

আমীরের কথার উত্তরে, ফকির কহিলেন, "আপনি আমাকে একশত টাকা প্রদান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উহা আপনি আমাকে কিসের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন? আমি আপনার প্রদর্শিত লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছি বলিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ সেই অর্থ আপনি আমাকে প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমি প্রথমেই আপনার নিকট যে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, তাহার নিমিত্ত আপনি আমাকে কিছুই প্রদান করেন নাই।"

ফকিরের কথা শুনিয়া, আমীর আরও সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভিক্ষা স্বরূপ পুনরায় তাহাকে আরও কিছু প্রদান করিয়া সেই স্থান হইতে তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

লম্বা-দাড়ির মূর্খতা।

রাত্রিকালে কাজিসাহেব একখানি পুস্তক পাঠ করিতে-ছিলেন। সেই পুস্তকের ভিতর এক স্থানে লেখা ছিল, যে ব্যক্তির মস্তক ক্ষুদ্র এবং দাড়ি দীর্ঘ, সে নিতান্ত মূর্খ। তাহার বুদ্ধির লেশমাত্রও নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ পুস্তকের লিখিত অংশের সহিত কাজি সাহেবের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল, অর্থাৎ তাঁহার মস্তক ক্ষুদ্র এবং দাড়ি লম্বা ছিল। এই অবস্থায় পড়িয়া কাজি সাহেব মনে মনে ভাবিলেন, "আমি আমার মস্তকের আয়তন কোন রূপেই বৃদ্ধি করিতে পারি না, কিন্তু আমার লম্বা দাড়ি ত আমি অনায়াসেই কাটিয়া ছোট করিতে পারি।" এই ভাবিয়া আপনার দাড়ি ছোট করিয়া কাটিবার মানসে একখানি কাঁইচির অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়াও, সেই সময় একখানি কাঁইচি প্রাপ্ত হইলেন না, অথচ দাড়ি ছোট না করিলেও নয়। তখন অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার লম্বা দাড়ি-গুচ্ছের গোড়ার অংশ হস্ত মুষ্টির দ্বারা উত্তমরূপে ধরিয়া দাড়ির অগ্রভাগ প্রজ্বলিত প্রদীপের উপর স্থাপন করিলেন। দাড়িতে অগ্নি-সংযোগ হইবামাত্র, তিনি হস্ত-মুষ্টির মধ্যস্থিত দাড়িগুলি আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। কারণ হস্তে অগ্নির তেজ লাগায় সেই স্থান হইতে তাঁহার হস্ত সরাইতে হইল। সুতরাং দেখিতে দেখিতে কাজি সাহেবের সমস্ত

দাড়িগুচ্ছ পুড়িয়া গেল, এবং মুখমণ্ডল একপ্রকার বিকৃতি-রূপ ধারণ করিল। এই অবস্থায় পড়িয়া কাজি সাহেব বিশেষরূপে লজ্জিত হইলেন, এবং বুঝিলেন যে, পুস্তকে যাহা লিখিত আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ নাই। আর তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কাজি সাহেব নিজেই।

পাহারার উপর চুরি।

একজন অশ্বারোহী আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদিবস সন্ধ্যার পর একটী নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে তাঁহার একমাত্র সহিস ব্যতীত অপর আর কেহই ছিল না। নগরের ভিতর রাত্রি-যাপন করিবার মানসে তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া এক স্থানে থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ পরে জানিতে পারিলেন যে, যেস্থানে তিনি রাত্রি-যাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, সেই স্থানে অত্যন্ত চোরের প্রাদুর্ভাব। এই অবস্থা জানিতে পারিয়া তিনি আপন সহিসকে কহিলেন, "এই স্থানে আমি তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি না। তুমি শয়ন কর, আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইব; নতুবা চোরে আমার অর্থ চুরি করিয়া লইয়া যাইবে।" মনিবের কথা শুনিয়া সহিস কহিল, "ইহা কখনই হইতে পারে না, আমি শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইব, আর আমার মনিব বসিয়া

বসিয়া সমস্ত রাত্রি ঘোড়ার উপর পাহারা দিবেন! আপনি অনায়াসেই শয়ন করুন, আমি সমস্ত রাত্রি বসিয়া ঘোড়ার উপর পাহারা দিব, একবারের নিমিত্তও শয়ন করিব না।"

সহিসের কথায় মনিব পরিশেষে সম্মত হইয়া সেই স্থানে শয়ন করিলেন। সহিস সেই স্থানে বসিয়া অশ্বের উপর পাহারা দিতে লাগিল।

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে মনিবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি তাঁহার সহিসকে ডাকিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বসিয়া বসিয়া কি করিতেছ?" উত্তরে সহিস কহিল, "আমি একদিবস শুনিয়াছিলাম যে, পৃথিবী জলের উপর ভাসিয়া আছে। ইহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে এত বড় ভারী পৃথিবী কিরূপে জলের উপর ভাসিতে পারে, তাহাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি।"

সহিসের কথা শুনিয়া, মনিব কহিলেন, "তুমি বসিয়া বসিয়া সেইরূপ ভাব, আর এদিকে চোর আসিয়া আমার ঘোড়াটী চুরি করিয়া লইয়া যাউক!"

সহিস। তাহা কি কখন হইতে পারে, মহাশয়! যখন আমি বসিয়া বসিয়া ঘোড়ার উপর পাহারা দিতেছি, তখন চোরে এই ঘোড়া চুরি করিবে কি প্রকারে?

সহিসের এই কথা শুনিয়া, মনিব পুনরায় শয়ন করিলেন এবং ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি ১২টার পর পুনরায় মনিবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি পুনরায় সহিসকে ডাকিলেন, এবং কহিলেন, "তুমি বসিয়া কি করিতেছ?"

উত্তরে সহিস কহিল, "পরমেশ্বর থাম কি অপর কোন দ্রব্য পৃথিবীর উপর না বসাইয়া কিসের উপর আকাশ রাখিয়াছেন, এবং কিরূপেই বা উহা শূন্যের উপর রহিয়াছে, তাহাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি।

সহিসের কথা শুনিয়া, মনিব কহিল, "তুমি বসিয়া বসিয়া এইরূপ একটী একটী অদ্ভুত বিষয় ভাবিতে থাক, আর ওদিকে চোরে আমার অশ্বটী লইয়া প্রস্থান করুক!"

সহিস। তাহা কি কখন হইতে পারে? মহাশয়! যখন আমি জাগরিত অবস্থায় এই স্থানে বসিয়া রহিয়াছি, তখন আমার সম্মুখ দিয়া চোরে কিরূপে অশ্ব হরণ করিয়া লইয়া যাইবে?

মনিব। তোমার যদি নিদ্রার আকর্ষণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি শয়ন কর। রাত্রির অবশিষ্টাংশ আমিই জাগিয়া থাকি, এবং আমার অশ্বের উপর আমিই বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখি।

সহিস। না মহাশয়! আমার নিদ্রার আকর্ষণ হয় নাই। আপনি শয়ন করুন, আমি জাগরিত অবস্থায় এই স্থানে বসিয়া পাহারায় নিযুক্ত থাকিলাম।

সহিসের কথা শুনিয়া, মনিব পুনরায় নিদ্রিত হইলেন, কিন্তু প্রায় একঘন্টা রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি সহিসকে ডাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন কি করিতেছ?"

উত্তরে সহিস কহিল, "ঘোড়াটী অপহৃত হইবার পর হইতেই আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি যে, ঘোড়ার

জিনটী কল্য আমাকে মস্তকে করিয়া বহন করিতে হইবে, কি আপনি নিজেই উহা লইয়া যাইবেন।”

এই কথা শুনিয়া, মনিব, সহিসের বুদ্ধির বিশেষরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন!!!

অদ্ভুত স্মরণ চিহ্ন।

এক ব্যক্তির সহিত জনৈক কৃপণের অনেক দিবস হইতে পরিচয় ছিল; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই কৃপণের নিকট হইতে কখন কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এক সময়ে কোন কারণবশতঃ তাঁহাকে দেশভ্রমণে গমন করিতে হয়। এই সুযোগে যদি কিছু সেই কৃপণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারেন, এই ভাবিয়া তিনি সেই কৃপণের নিকট গমন করিলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, “বহুদিবস হইতে আপনি আমার নিকট পরিচিত এবং আমি আপনাকে অত্যন্ত ভালও বাসিয়া থাকি। বিশেষ কারণবশতঃ আমাকে কিছু দিবসের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিতে হইতেছে। এই সময় যদি নিজের হস্তের অঙ্গুরীটী আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনার স্মরণচিহ্ন-স্বরূপ সর্ব্বদা আমি উহা আমার অঙ্গুলিতে ধারণ করিব। কারণ সেই অঙ্গুরীর দিকে আমার নজর পড়িলেই আপনার কথা আমার মনে পড়িবে। পরি-

শেষে যখন আমি প্রত্যাগমন করিব, তখন আপনার অঙ্গুরী আপনাকে প্রত্যর্পণ করিব।"

বাবুর কথা শুনিয়া, কৃপণ কহিলেন, "আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবার নিমিত্তই যদি আপনি আমার এই অঙ্গুরী আপনার অঙ্গুলিতে ধারণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে, এই অঙ্গুরী আপনাকে প্রদান করিবার কোনরূপ প্রয়োজনই নাই। কারণ যখন আপনার দৃষ্টি আপনার অঙ্গুলির উপর পতিত হইবে, তখনই আমার নাম আপনার স্মরণ-পথে উদিত হইবে। কারণ তখনই মনে হইবে, "আমি আমার এই অঙ্গুলিতে পরিধান করিবার মানসে আমার বন্ধুর অঙ্গুরী চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তাহা আমাকে প্রদান করেন নাই।"

কৃপণের এই কথা শ্রবণ করিয়া, তাহার বন্ধু আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না, অথচ আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে না পারিয়া, নিতান্ত বিষণ্ণবদনে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

বস্ত্রকে আহারীয় দান।

একজন শিক্ষিত লোক নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে একটী নগরীতে গিয়া উপস্থিত হন। সেই নগরীতে জনৈক বড়লোক বাস করিতেন; নগরের মধ্যে সকলেই তাঁহাকে

বদান্য বলিয়া জানিত, এবং তিনি অতিথি-অভ্যাগতের সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এ কথাও সেই নগর মধ্যে রাষ্ট্র ছিল। যাহা হউক, এই সংবাদ পাইয়া সেই শিক্ষিত ব্যক্তি সেই বড়লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহার দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক দিবস হইতে নানাস্থান পরিভ্রমণ নিবন্ধন তাঁহার পরিহিত বস্ত্র নিতান্ত মলিন হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং সেই মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়াই তাঁহাকে সেই বড়লোকের বাড়ীতে গমন করিতে হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাতও করিল না। এইরূপ অবস্থায় সমস্ত দিবস সেই স্থানে অপেক্ষা করিয়া নিতান্ত দুঃখিত মনে তিনি আপনার বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন!

পরদিবস সেই শিক্ষিত লোক একস্থান হইতে অতি উৎকৃষ্ট একটী পোষাক ভাড়া করিয়া লইয়া, তাহা পরিধান পূর্ব্বক সেই বড়লোকের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ আর তাঁহাকে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে হইল না, দ্বার-রক্ষকগণ বিনা-বাক্যব্যয়ে দ্বার ছাড়িয়া দিল। সেই বড়লোক স্বয়ং আসিয়া অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া গেলেন ও আপনার পার্শ্বে বসাইয়া নানাপ্রকার মিষ্ট-কথায় তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তাঁহার আহারীয় পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইল এবং উভয়েই একস্থানে উপবেশন করিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শিক্ষিত লোকটী আহারীয় দ্রব্য হইতে প্রথম গ্রাসটী উঠাইয়া আপনার মুখে প্রদান করিবার পরিবর্ত্তে আপনার

বস্ত্রকে প্রদান করিলেন। এই ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া বড়লোকটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কারণ কি মহাশয়! আপনি আহার না করিয়া সর্ব্বাগ্রে আহারীয় দ্রব্য আপনার বস্ত্রকে প্রদান করিলেন?"

উত্তরে শিক্ষিত লোকটী কহিলেন, "এই আহারীয় দ্রব্য সকল আমার নিমিত্ত আনীত হয় নাই। আমার বস্ত্রের নিমিত্ত আনীত হইয়াছে, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে বস্ত্রকেই প্রদান করা কর্ত্তব্য। কারণ, গতকল্য আমি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনার বাড়ীতে আসিয়াছিলাম এবং প্রায় সমস্ত দিবস এই স্থানে বসিয়াছিলাম। কিন্তু কল্য আমার নিমিত্ত আহারীয় দ্রব্যের যোগাড় করা দূরে থাকুক, আমার সহিত একটীমাত্র কথা কহিয়াও আমাকে পরিতৃপ্ত করেন নাই। আজ ভাল বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া, আপনি আমাকে যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা আপনিই কেন বুঝিয়া দেখুন না। এরূপ অবস্থায় আহারীয় দ্রব্যের প্রথম গ্রাস আমার পরিহিত বস্ত্রকে প্রদান করা কর্ত্তব্য, কি না?"

এই কথা শুনিয়া, বড়লোকটী নিতান্ত লজ্জিত হইলেন, এবং তাঁহার ত্রুটীর নিমিত্ত তাঁহার নিকট বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মিথ্যা-কথায় পুরস্কার।

একজন রাজার সহিত তাঁহার শত্রুপক্ষীয় আর একজন রাজার ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং পরিশেষে তাঁহার সেই শত্রুকে জয় করিবার নিমিত্ত তিনি আপনার সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করেন। তাঁহার সৈন্য সামন্তের সহিত তাঁহার শত্রু সৈন্যের এক তুমুল সংগ্রাম হয়। সংগ্রামে রাজার সৈন্যগণই পরাজিত হয়, কিন্তু তাঁহার সামন্তগণ এই পরাজয় সংবাদ রাজাকে প্রদান না করিয়া পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন।

সেই সময় এক ব্যক্তি আসিয়া রাজাকে মিথ্যা সংবাদ প্রদান করিয়া কহে যে, মহারাজের সৈন্যের সহিত শত্রু-পক্ষীয় সৈন্যগণের এক তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে এবং সেই যুদ্ধে মহারাজের জয় এবং অপর পক্ষীয়গণের পরাজয় হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং সংবাদ-দাতাকে উপযুক্তরূপ পারিতোষিক প্রদান করেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধে রাজার জয় হয় এবং প্রথম যুদ্ধের দুই দিবস পরে এই বিজয় বার্ত্তা রাজার নিকট আসিয়া উপ-স্থিত হয়। সেই সময় তিনি জানিতে পারেন যে, প্রথম যুদ্ধে তিনি বিজয়ী হয়েন নাই, বিশেষরূপে পরাজিতই হইয়া-ছিলেন। আরও বুঝিতে পারেন যে, এক ব্যক্তি তাহাকে মিথ্যা সংবাদ প্রদান করিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছে!

প্রশ্নকারীর এই কথা শুনিয়া, দরবেস তাহার কথায় কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলেন না। সেই স্থানে এক চাঙ্গড় মৃত্তিকা পড়িয়াছিল, তিনি উহা আপনার হস্তে উঠাইয়া প্রশ্নকারীর মস্তকের উপর সবলে নিক্ষেপ করিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া প্রশ্নকারী দ্রুতপদে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া কাজি সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার নিকট সেই দরবেসের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া কহিল, "দেখুন মহাশয়! আমি দরবেসকে তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি তাহার উত্তর প্রদান না করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা আমার মস্তকে এরূপ প্রহার করিয়াছেন যে, আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে।

"আমি মিথ্যা-সংবাদ প্রদান করিয়াছি সত্য, কিন্তু অন্যায়রূপে পারিতোষিক গ্রহণ করি নাই।"

"তোমার এ কথার অর্থ কি?"

"আমি যদি আপনাকে প্রকৃত সংবাদ প্রদান করিয়া কহিতাম যে, যুদ্ধে আপনার পরাজয় হইয়াছে, তাহা হইলে আপনার মনে কিরূপ কষ্ট হইত, বলুন দেখি? যে পর্য্যন্ত আপনি বিজয়-সংবাদ প্রাপ্ত না হইতেন, সেই পর্য্যন্ত আপনি কিছুতেই শান্তি অনুভব করিতে পারিতেন না। আমি দুই দিবসের নিমিত্ত আপনার অন্তরে কোনরূপ কষ্ট প্রবেশ করিতে দেই নাই এবং এই দুই দিবস কাল আপনাকে শান্তি-সুখ অনুভব করাইয়াছি, এরূপ অবস্থায় আমি পারিতোষিক পাইবার উপযুক্ত পাত্র কি না?"

মিথ্যা-কথায় পুরস্কার।

একজন রাজার সহিত তাঁহার শত্রুপক্ষীয় আর একজন রাজার ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং পরিশেষে তাঁহার সেই শত্রুকে জয় করিবার নিমিত্ত তিনি আপনার সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করেন। তাঁহার সৈন্য সামন্তের সহিত তাঁহার শত্রু সৈন্যের এক তুমুল সংগ্রাম হয়। সংগ্রামে রাজার সৈন্যগণই পরাজিত হয়, কিন্তু তাঁহার সামন্তগণ এই পরাজয় সংবাদ রাজাকে প্রদান না করিয়া পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন।

২য়। অপরাধের নিমিত্ত মনুষ্যকে দণ্ড দেওয়া হয় কেন? যেহেতু মনুষ্য তাহার ইচ্ছামত কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছামতই তাহাকে সকল কার্য্য করিতে হয়। মনুষ্যের যদি ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে সে সর্ব্বদাই যাহাতে নিজের ভাল হয়, এরূপ কার্য্যই করিত।

৩য়। পাপীকে নরক-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া কিরূপে ঈশ্বর তাহার দণ্ডবিধান করিতে পারেন। কারণ যে পাপী, সে যে নরক-কুণ্ডের উপাদানে নির্ম্মিত, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি যে উপাদানে নির্ম্মিত, সেই দ্রব্যের দ্বারা তাহার কখন দণ্ড হইতে পারে না।

প্রশ্নকারীর এই কথা শুনিয়া, দরবেস তাহার কথায় কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলেন না। সেই স্থানে এক চাঙ্গড় মৃত্তিকা পড়িয়াছিল, তিনি উহা আপনার হস্তে উঠাইয়া প্রশ্নকারীর মস্তকের উপর সবলে নিক্ষেপ করিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া প্রশ্নকারী দ্রুতপদে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া কাজি সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার নিকট সেই দরবেসের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া কহিল, "দেখুন মহাশয়! আমি দরবেসকে তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি তাহার উত্তর প্রদান না করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা আমার মস্তকে এরূপ প্রহার করিয়াছেন যে, আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। বেদনায় আমি মস্তক উত্তোলন করিতে পারিতেছি না।"

দরবেসের নামে এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইলে, কাজি সাহেব তাঁহাকে ডাকাইলেন। আদেশ প্রাপ্তিমাত্র দরবেস কাজি সাহেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজি সাহেব তাঁহাকে কহিলেন, "এই ব্যক্তি আপনাকে তিনটী মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু তাহার একটীরও উত্তর প্রদান না করিয়া, মৃত্তিকার দ্বারা ইহার মস্তকে এরূপ প্রহার করিয়াছেন যে, ইহার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ কার্য্যের দ্বারা আপনার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহাতে আপনি কি বলিতে চাহেন?"

উত্তরে দরবেস কহিলেন, "উহার মস্তকে যে আমি মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়াছি, তাহাতেই উহার তিনটী প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হইয়াছে।

"১ম। এই ব্যক্তি বলিতেছে, উহার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। সে প্রথমতঃ উহার মস্তকের ভিতর যে পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনাকে দেখাক। তাহার পরে আমি উহাকে দেখাইয়া দিব যে, ঈশ্বর কোথায় আছেন। সামান্য বেদনা যাহার দেখিবার ক্ষমতা নাই, অথচ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে, তখন সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকে অনুভব না করিয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহে, ইহা কিরূপ সম্ভব-পর হইতে পারে?"

"২য়। আমি উহার মস্তকে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়াছি বলিয়া, সে আপনার নিকট আমার নামে নালিশ করিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তির বিশ্বাস,—"মনুষ্য তাহার ইচ্ছামত কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছামতই তাহাকে সকল কার্য্য করিতে হয়।" সে ব্যক্তি আমার নামে এই বলিয়া নালিশ করিতে পারে যে, আমিই উহাকে প্রহার করিয়াছি; তাহার এ নালিশ ঈশ্বরের নামেই করা উচিত ছিল।

"৩য়। যে ব্যক্তি যে উপাদানের দ্বারা নির্ম্মিত, সেই দ্রব্যের দ্বারা তাহার যখন দণ্ড অর্থাৎ তাহাকে কষ্টপ্রদান হইতে পারে না, তখন যাহার শরীর মৃত্তিকার দ্বারা নির্ম্মিত, সেই মৃত্তিকা তাহার গাত্রে লাগিলে, কিরূপে তাহার কষ্ট হইবার সম্ভাবনা?"

দরবেসের কথা শুনিয়া, কাজি সাহেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বিনা-দণ্ডেই তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন।

সম্পূর্ণ।